আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

মাসিক ১৭৮

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

১৭৮ তম সংখ্যা জানুয়ারি'১৫
রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরী

ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (দ.)
বিশেষ সংখ্যা

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail :hafej_ma.jalil@yahoo.com. Website : http:// Sunnibarta.wordpress.com

নং- জেপ্রচা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

১২.০০ টাকা মাত্র

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রা:)
এম.এম_এম.এ_বিসিএস

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন
খতীব, গাউছুল আযম জামে মসজিদ, শাহ্জাহানপুর, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ আবুল হাশেম
দপ্তর সম্পাদক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৩২৬

নির্বাহী ও সার্কুলেশন সম্পাদক
মোহাম্মদ আব্দুর রব
অর্থ সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
যুগ্ম-পরিচালক (অবঃ) বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

টাকা প্রেরণ ও যাবতীয় যোগাযোগ ঠিকানা
মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড় " ১৩২/৩ আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬
E-mail:sunnibarta11@yahoo.com

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা। মোবাইল ঃ ০১৭১৬৫৭৩৩৩৩

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ
- ড: আজিজুর রহমান চৌধুরী এ্যাডভোকেট
- ডঃ জালাল আহম্মেদ
- অধ্যাপক আলহাজ্ব এম.এ. হাই
- ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
- আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন

সহযোগিতায়
কাজী মাওলানা মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী
আলহাজ্ব মাওলানা সেকান্দার হোসেন আল-কাদেরী
এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসাইন পাটোয়ারী আশরাফী
অধ্যক্ষ ড: এম.এম. আনোয়ার হোসাইন এ্যাডভোকেট
ড: এ্যাভোকেট মাওঃ আব্দুল আউয়াল
আলহাজ্ব শাহ আলম ✡ মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন
আলহাজ্ব সফিকুর রহমান পটওয়ারী
সৈয়দ মোস্তাক মিয়া ✡ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী দুলন
এ্যাভোকেট জালাল ✡ আলহাজ্ব মোঃ জামাল মিয়া
আলহাজ্ব গোলাম কিবরিয়া ✡ মুহাম্মদ আবদুল মতিন
মুহাম্মদ হাশেম ✡ আবদুল আজিজ
আলহাজ্ব আবদুল মালেক
মোঃ হাবিবুর রহমান ✡ আবু তাহের ✡ আবু সাঈদ।
মোঃ রফিকুল ইসলাম ✡ মোঃ বিল্লাল হোসাইন।

সৌজন্য হাদিয়া

বাংলাদেশ (প্রতি কপি)	১২ টাকা মাত্র
যুক্তরাজ্য (বার্ষিক)	£ ১২.০০
যুক্তরাষ্ট্র (বার্ষিক)	৳ ২৪.০০
সৌদীআরব (বার্ষিক)	S.R. ৪৮.০০
কুয়েত (বার্ষিক)	Dinar ১২.০০
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (বার্ষিক)	Euro ১৫.০০

প্রচারে ঃ আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

বিজ্ঞাপনের হার ঃ পূর্ণ পৃষ্ঠা-৩০০০ (তিন হাজার) টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা-১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা, কোয়াটার পৃষ্ঠা-৭৫০ টাকা

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com. Website: http:// Sunnibarta.wordpress.com

সূচীপত্র

জলিলুল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন-- -০৩

প্রসঙ্গ, মিলাদুন্নবী ঃ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ উপহার ধরাধামে সাইয়্যিদুল আবরার---------- -০৫

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের তারিখ প্রসঙ্গে---------- -০৭

ঈদ কয়টি?---------- -১১

জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম---------- -১৩

মিলাদ বিরোধীদের মুরুব্বীগণসহ ওলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম---------- -১৫

কুরআন হাদীসের আলোকে 'পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- -১৮

'উরস: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের একটি নিদর্শন---------- -২৩

"অপেক্ষা"---------- -২৬

হায়াতুন নবি---------- -২৮

অলি-আল্লাহদের সাথে সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম---------- -৩১

সুন্নীবার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

* দেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ১০ কপি - ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ। এক মাসের টাকা অগ্রীম জামানত।
* বিদেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ৫ কপি - ৪০% কমিশন। রেমিটেন্সের মাধ্যমে ২৫৯৩ ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন। (তিন মাস অন্তর)
* বিদেশী গ্রাহক ঃ বার্ষিক- 12.00, $24.00, SR 48.00, EURO 15.00 & KD 12.00।
* দেশী গ্রাহক ঃ (রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে) বার্ষিক ২০০ টাকা মানি অর্ডার যোগে অগ্রিম টাকা প্রেরণ।
* নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জেলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

বিদেশী গ্রাহকগণের রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যাংক একাউন্ট

Md. Abdur Rab
SB A/C 005012100105341
United Commrcial Bank Ltd.
Mohammadpur Branch, Dhaka-1207

দেশী গ্রহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং মানি অর্ডারের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

মোহাম্মদ আবদুর রব
মা নীড়, ১৩২/৩, আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৭২৭৫১০৭, মোবাইল: ০১৭২০ ৯০৬ ৯৯৬

সম্পাদকীয়

মহা আনন্দের বার্তা নিয়ে আবারো শুভাগমন করল পবিত্র মাহে রবিউল আউয়াল। সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ নবীর আগমন দিবস উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ, মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে শোকরিয়া আদায়ের নিদর্শন। এ আনন্দ শ্রেষ্ঠ নেয়ামত প্রাপ্তির। শ্রেষ্ঠনবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত হতে পারার আনন্দ। ঈদে মিলাদুন্নবী সকল ঈদের সেরা ঈদ; সকল ঈদের ঈদ। প্রিয়নবীর শুভাগমন দিবসে, শুবাগমন মাসে নবী প্রেমিকরা খুশী উদযাপন করবে, আনন্দ প্রকাশ করবে এটাই স্বাভাবিক। আর মহান আল্লাহর ঘোষণা- এটাই উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠ অর্জন। এমন বরকতময় ইবাদতে বাঁধা সৃষ্টি করা, শিরক-বিদআতের গন্ধ খোঁজে পাওয়া নিতান্তই হাস্যকর। আসলে নিন্দুকেরা যতই নিন্দা করুক নবীপ্রেমিকরা প্রেমের ডোরা নিয়ে এগিয়ে যাবে।

ঈদে মিলাদুন্নবী হ্যায়
দিল ভরা মাছরূর হ্যায়
ঈদে দিওয়ানোকি তু বারাহ
রবিউল নূর হ্যায়।।

মাসিক সুন্নীবার্তার সকল লেখক, পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্খিদের প্রতি রইল ঈদে মিলাদুন্নবীর শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

০৭ জানুয়ারি ২০১৫

জলিলুল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহ.)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"মায়েরা আপন শিশুকে পূর্ণ দু'বছর দুধপান করাবে স্বামীর পক্ষে যে স্বামী দুধ পানের সময় পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী পিতার উপর দায়িত্ব হলো দুধপানকারিণীর খোরপোষের ব্যবস্থা করা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। কাউকে তার সাধ্যাতীত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। মাকে তার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং পিতাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর ওয়ারিশদের উপরও একই দায়িত্ব, যিনি সন্তানের পিতার স্থলাভিষিক্ত। তারপর যদি পিতা-মাতা উভয়ের রেযামন্দি ও মতামতের ভিত্তিতে দুধপানের সময়ের ভেতরেই দুধ ছাড়াতে চায়- তাহলে কারুরই পাপ হবে না। আর যদি তোমরা ধাত্রীর দ্বারা সন্তানের দুধপান করাতে চাও তাহলে যদি প্রচলিত নিয়মে বা নির্ধারিত বিনিময় দিয়ে দাও, এতেও কোন পাপ হবে না। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমলই প্রত্যক্ষকারী।" সূরা বাক্বারাঃ আয়াত-২৩৩।

বর্ণনার ক্রমধারা ঃ

এতক্ষণ তালাক সংক্রান্ত জটিল বিষয়ে আলোচনা সমাপ্ত করে আরেকটি বিষয়ে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হচ্ছে। তাহলো সন্তানবতী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে যদি দুধপানরত শিশু থাকে তাহলে তার অধিকার কি হবে এবং তার লালন পালনের দায়িত্ব কে বহন করবে? অথবা আপন স্ত্রী ধুমপান করানোর সময় কি কি সুবিধা পাবে? অথবা ধাত্রী নিয়োগ করা হলে তাকে কি সুবিধা দিতে হবে? এবং দুধপানের মুদ্দত আইনতঃ কতদিন ধার্য করতে হবে? এসব বিষয়ে অত্র ২৩৩ নং আয়াতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শাব্দিক আলোচনা ঃ

১. অর্থ "দুধপানকারিণী মা সমূহ।" এই মা তিন প্রকার। শিশুর পিতার গৃহে অবস্থানকারিণী মা, তালাকপ্রাপ্তা মা এবং ধাত্রী মা। সন্তানকে দুধ পান করার মুদ্দত এবং খোরপোষ সবারই একরকম হবে। ধাত্রীকে মা বলার কারণ হলো যাতে সে নিজ সন্তান মনে করে দুধ পান করায়- ভাড়াটিয়া হিসাবে নয়। উল্লেখ্য, ওয়ালেদ অর্থ জন্মদাতা পিতা এবং **اب** অর্থ পিতা, চাচা, দাদা, পরদাদা ইত্যাদি। ওয়ালেদাহ অর্থ গর্ভধারিণী মা এবং **ام** অর্থ মা মৎমা, দাদী, চাচী ইত্যাদি।

২. অর্থ পিতার পক্ষে মা দুধ পান করাবে। দুধপান করানোর মূল দায়িত্ব পিতার। স্ত্রী তার পক্ষে দুধপান করাবে। সুতরাং দুধপান করানো পিতার উপর ফরয, স্ত্রীর উপর নয়।

৩. "পিতার উপর দায়িত্ব হলো দুধপানকারিণী তিন প্রকারের যে কোন প্রকারের মায়ের যাবতীয় খোরপোষের ব্যবস্থা করা।

৪. দুধপানকারিনী মাকে সন্তানের দুধপানের ক্ষেত্রে জবরদস্তি করা যাবে না। দুধপান করানো তার ইচ্ছাধীন।

৫. আর পিতাকেও সন্তানের দুধপান করানোর ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। পিতার সাধ্য নেই ধাত্রী রাখার অথবা আলগা দুধ কেনার। এমতাবস্থায় স্ত্রীও দুধপান করাতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না।

৬. পিতার অবর্তমানে যে উত্তরাধিকারী হবে তার উপরও একই হুকুম।

৭. "যদি স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে দুধ ছাড়াতে চায় তাহলে গুনাহ হবে না। একথার দ্বারা প্রমাণিত হয় দুধপান করানোর ইদ্দত দু'বছর ওয়াজিব নয় বরং উত্তম। আড়াই বছর পর্যন্ত দুধপান করানো যাবে।

যদি দু'বছর বাধ্যতামূলক হতো তাহলে স্বামী-স্ত্রীর পরামর্শ ও রেযামন্দির কথা বলা হতো না। এটাই ইমাম আবু হানিফা (র:)-এর শক্ত দলীল। দু'বছর অতিক্রান্ত হলে একদিনে দুধপান বন্ধ করা হলে শিশুর সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ছয় মাস পর্যন্ত সময় দেয়া বিধেয়। পারলে ২ বৎছরই বন্ধ করবে। এটা হলো আইনগত দিক। বর্তমানে মায়ের দুধের বিকল্প অনেক দুধ পাওয়া যায়। তাই দু'বছরের মধ্যেই দুধ ছাড়াতে এখন কোন অসুবিধা নেই।

বিস্তারিত তাফসীর ঃ

আল্লাহপাক এরশাদ করেন মায়েরা তাদের শিশুকে পূর্ণ দু'বছর দুধপান করাবে স্বামীর পক্ষে চাই সে তালাকপ্রাপ্তা হোক না কেন। এই দুধপান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব নয়, বরং মোস্তাহাব। পিতার উপর সন্তানের দুধপানের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব- চাই নিজ স্ত্রী দিয়ে হোক, অথবা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী থেকে হোক, অথবা ধাত্রী দিয়ে হোক। দুধপান করানের সময়ে দুধপানকারিণীর যাবতীয় ভরণ–পোষণ পিতার উপর ওয়াজিব। এটা সাধ্যের মধ্যে হতে হবে। শিশুকে দুধপান করানোর জন্য তার মাকে জোর করা যাবে না এবং পিতার উপরও স্ত্রী অতিরিক্ত চাপ দিতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ সাধ্যের অতীত কাউকে কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার পক্ষে নন। আর যদি শিশুর পিতা মারা যান তাহলে যিনি ওয়ারিশ হবেন তার উপরই শিশুর লালন পালন করানোর দায়িত্ব বর্তাবে। আর দুধপান করানোর মুদ্দত দু'বছর। কিন্তু স্বামী পরামর্শ করে যদি কিছু পূর্বে বা পরে দুধ ছাড়াতে চায় তাতেও তাদের পাপ হবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত।

অতঃপর ধাত্রী দিয়ে শিশুকে দুধপান করানোর ক্ষেত্রে স্বামীরা ইচ্ছা করলে ধাত্রী নিয়োগ করতে পারে। এতে স্ত্রীর আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় স্থিরকৃত বিনিময় বা প্রচলিত বিনিময় আদায় করে দিলে তাতেও কোন গুনাহ হবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। কোন হিলা বাহানা করে বিনিময় আদায় করতে দেরি করা যাবে না। হালাল মাল দিয়ে সন্তানকে লালন পালন করতে হবে। আর স্মরণ রাখতে হবে আল্লাহ সব কিছু দেখেন। শিশু পালনের যাবতীয় আইন হলো অত্র আয়াত।

ভর্তি চলিতেছে **ভর্তি চলিতেছে**

এল.এল.বি ১ম পর্বে ২০১৪-২০১৫ ইং সেশনে

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)

"বিগত ১৪বছর যাবত সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ। [২০১২ইং সালের পাশের হার ৯৮%]"

প্রফেসর ডঃ এম.এম. আনোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে (পীর জঙ্গী মাজারের নিকটে), মতিঝিল,ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ০১৭১১১৭৬১২৭, ০১৫৫২৪৬৯১৪৫, ০১৭১১১৪৬৩৫২

প্রসঙ্গ, মিলাদুন্নবী ঃ
স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ উপহার ধরাধামে সাইয়্যিদুল আবরার

মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন

عَنْ أَنَسٍ رضى الله تعالى عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ نَبِيًّا.

হাদীসের অনুবাদঃ

"বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শুভাগমণের পর নিজের আক্বীকা করেছিলেন।"[১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ

খাদেমে রাসূল প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, উপরোক্ত হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় স্বীয় মীলাদকে (শুভাগমণ) কেন্দ্র করে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বকরী জবেহ করতেন। যাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আক্বীকাও বলা হয়। 'আক্বীকা' আরবি শব্দ। আক্কুন মূলধাতু থেকে উৎকলিত। যার অর্থ হচ্ছে- জন্মের পর (আক্বীকার নিমিত্তে) আল্লাহর নামে পশু কোরবানী করা। এই জন্মের আরবি শব্দ 'বিলাদত'। জন্মক্ষণকে আরবিতে 'মীলাদ' বলা হয়। নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্মক্ষণকে আরবিতে 'মীলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা হয়। তিনি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও বেমেছাল মাখলুক বলে তাঁর আগমণকে জন্ম না বলে বাংলায় শুভাগমণ কিংবা আরবি ভাষায় মিলাদুন্নবী বলা হয়ে থাকে। আর এটি বিশুদ্ধ ও সর্বোত্তম ব্যবহার। তাহলে হাদীসের অর্থ দাঁড়াল, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই তাঁর 'মীলাদ' উপলক্ষে বকরী জবেহ করতেন। আর ইহাই তাঁর পক্ষ থেকে 'মীলাদ' পালন হিসেবে প্রমাণিত। অর্থাৎ 'মীলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করা নবীর সুন্নাত। যাঁরা পালন করেছেন, করছেন এবং করতে থাকবেন তাঁরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা নাজাত প্রাপ্ত দলের অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

হযরত আনাস বিন মালেকের রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু অন্য একটি রেওয়ায়েত-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ.

"হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রকাশের পর খুশী উদযাপনে নিজের আক্বীকা করেন।"[২]

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসটিকে ব্যাখ্যায়িত করে বলেন-

أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية، فُيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريعاً لأمته، كما كان يصلي على نفسه، لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع، وإطعام الطعام، ونحو ذلك من وجوه القربات، وإظهار المسرات.

১ তাবরানী, আল্-মু'জামুল আওসাত, ১:২৯৮, নং-৯৯৪; রুয়ানী, আল্-মুসনাদ, ২: ৩৮৬, নং- ১৩৭১; জাহাবী, মিযানুল আল্ ই'তিদা'ল ফি নকদীর রীজাল, ৪: ১৯৩, নং- ৪৫৯৬।

২ বায়হাকী, আস্-সুনানুল কোবরা, ৯: ৩০০, নং ৪৩; আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৯: ৫৯৫; তাহযীবুত তাহযীব, ৫: ৩৪০, নং- ৬৬১; তালখীছুল হাবীর, ৪: ১৪৭, নং ১৯৮২; মা'যীহ, তাহযীবুল কামাল, ১৬: ৩৬, নং ৩৫২৩; ইবনে হেজাম, তাহযীবুল আসমা, ২: ৫৫৭, নং ৯৬২; মোবারক পুরী, তোহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী, ৫: ৯৭।

"হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুভাগমনের সপ্তম দিবসে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্বীকা করেন। ইমাম সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আক্বীকা দু'বার করা হয় না। এখানে এ অর্থের সম্ভাবনা যে হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বিলাদতের খুশী মানাতে স্বয়ং আক্বীকা করেন। যেহেতু তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে প্রেরিত। সুতরাং একই কারণে আমাদের উপরও মুস্তাহাব যে, আমরাও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 'মীলাদ' তথা শুভাগমণের দিন খুশী উদযাপন করা, খাবার খাওয়ানো এবং অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে এই দিবসটিকে স্মরণ করা। হাদীস শরীফে এসেছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিন তথা সোমবার রোজা পালন করতেন।"[১]

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ – أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ –

"হযরত আবু কাতাদাহ রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সোমবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, ঐ দিন আমার জন্ম হয়েছে, ঐ দিন আমার শুভাগমণ হয়েছে এবং ঐ দিন আমার উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।"[২] প্রমাণিতি হল, 'মীলাদুন্নবী'র খুশী প্রকাশ করা সুন্নাতে মুস্তফা।

এভাবে অসংখ্য সহীহ হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের আমল ও বক্তব্য, আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য, ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত ও ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা যাবে। যাতে মীলাদুন্নবী জুলুসসহ পালন করো শরীয়ত সম্মত আমল হিসেবে প্রমাণিত হবে। কেউ যদি 'নিশাচর' হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করতে চায়, তবে তাদের ব্যাপারে আমাদের বলার কিছু নেই। আমরা শরীয়ত সম্মতভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুলুসসহ কলরবে পালন করতেই থাকবো। এ দিন লক্ষ- কোটি আশেকে রাসূল সালাত-সালামের মাধ্যমে আকাশ-বাতাস মুখরিত কহরবে। যেহেতু তিনি সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

কবির ভাষায়-

খাইরুল বাশার পর লাখো সালাম
লাখো দরূদ আওর লাখো সালাম।
রবকা খুশি হে মন্‌শা তেরা, মন্‌শায়ে রবহে তেরী রেযা
তেরা সুখুন হ্যায় রবকা কালাম।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর পথে

বাংলাদেশ যুবসেনায়

যোগদিন

বাংলাদেশ যুবসেনা
BANGLADESH JUBOSENA

যোগাযোগ :
মোহাম্মদ ফারিজুল বারী
০১৯২১৩০৮০৫৯
মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ
০১৯১১৯৬৪২৮৬
মোহাম্মদ আজিম চৌধুরী
০১৬১৬৫৫৫৬৬৪

১ সুয়ূতী, আল্-হাবী লিল ফাতাওয়া, ১: ১৯৬; হুসনুল মাকাদিদ ফী আমালিল মাওলিদ, ৬৫; নাবহানী, হুজ্জাতুল্লাহী 'আলাল আলামিন, পৃষ্ঠা-২৩৭।

২ মুসলিম, আল্-সাহীহ, ২: ৮১৯, হাদীস নং ১১৬২।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের তারিখ প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলিল (রহ.)

একটি বিজ্ঞাপনে দেখতে পেলাম, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের তারিখ নাকি ছিল ১লা রবিউল আওয়াল, সোমবার। উমাইয়া শাসনামলে নাকি চক্রান্ত করে ১২ই রবিউল আউয়াল করা হয়েছে। ঐ বিজ্ঞাপনে অনেক যুক্তিতর্ক পেশ করা হয়েছে ১লা রবিউল আউয়ালের স্বপক্ষে। এতে অনেকের মনেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কেননা যুগ যুগ ধরে ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার কে সমগ্র মুসলিম জাহান একবাক্যে হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম তারিখ ও ইন্তিকাল তারিখ বলে স্বীকার করে আসছে। তবে কি সত্যি সত্যি উহা বেঠিক ছিল? এমন প্রশ্ন আসা অতি স্বাভাবিক। বিশেষতঃ সাধারণ শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকেরা এত্রে বিভ্রান্ত হতে পারেন। ইতিমধ্যে দু/একটি পত্রিকায়ও এ নিয়ে ওলামাদের নিকট প্রশ্ন রাখা হয়েছে- বিষয়টি সুরাহা করার জন্য প্রবন্ধ বা গবেষনামূলক ফতোয়াটি রচনা করেছেন ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৩১৭ হিজরীতে। উক্ত ফতোয়ার বঙ্গানুবাদ নিম্নে পেশ করা হলো। (অনুবাদক)

ফতোয়ার নামঃ نطق الهلال

প্রশ্ন ঃ দ্বীনের ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে কি মতামত পেশ করেন-হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের সঠিক তারিখ কখন?

জবাবঃ মশহুর ও অধিকাংশের নির্ভরযোগ্য মতে ইন্তিকাল তারিখ ছিল ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে। উক্ত মতে পক্ষে দলীলাদি নিম্নরূপ-

১. তাবাকাতে ইবনে সা'আদ এর মধ্যে ওমর ইবনে আলী মর্তুজা রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু সূত্রে আমিরুল মু'মিনীন হযরত মাওলা আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন- "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার দিন ইন্তিকাল করেছেন।"

২. আল্লামা জুরকানীর রচিত শরহে মাওয়াহিব গ্রন্থের মাকসাদে আউয়াল অধ্যায়ের শেষ অংশে উল্লেখ আছে- "ইবনে ইসহাক ও জমহুর ওলামাদের মতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে ইন্তিকাল করেছেন।"

৩. শরহে মাওয়াহিব গ্রন্থের দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে উল্লেখ আছে- "জমহুর ওলামাগণের মতানুযায়ী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের দ্বাদশ তারিখে ওফাত প্রাপ্ত হন।"

৪. খামিছ ফি আহ্ওয়ালে আনফাছি নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী ১১ সনের ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার দিন দ্বিপ্রহরের সময় ওফাত প্রাপ্ত হয়েছেন, ঠিক চাশতের সময়ে, যে সময়ে তিনি হিজরতের দিনে মদিনা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন।"

৫. খামিছ গ্রন্থেই ইমাম আবু হাতিম রাজী ও ইমাম রাজীন আবদারী থেকে এবং ইমাম ইবনে জওযীর কিতাবুল ওয়াফা নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর মাসের দশ দিন বাকি থাকতে অসুস্থ হন এবং রবিউল আউয়াল চাঁদের ১২ তারিখে সোমবার দিন ইন্তিকাল করেন।"

৬. ইবনে জাযরী এর কামিল নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকাল হয়েছিল রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ, সোমবার দিন।"

৭. মাজমাউ বিহারিল আওয়ার নামক গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ, দ্বিপ্রহরের সময় আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। আবার কেউ কেউ বলেছেন- চাঁদের প্রথম তারিখে। আবার কেউ কেউ চাঁদের দ্বিতীয় তারিখেও বলেছেন। কিন্তু শেষোক্ত দুটি মতের চেয়ে প্রথম মতের পক্ষেই অধিকাংশ ওলামা রয়েছেন।"

৮. ফাজেল মুহাম্মদ সাব্বান এর 'আছ আফুর রাগিবীন' গ্রন্থে নিম্নরূপ উল্লেখ আছে, নবী করিম হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঘরে রবিউল আউয়ালের ২রা তারিখ সোমবার দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন। কারও মতে ১লা তারিখে এবং অন্যান্যদের মতে ১২ তারিখে ইন্তিকাল হয়েছিল। শেষোক্ত মতের উপরই অধিকাংশ ওলামা মত দিয়েছেন।"

৯. গবেষণা মূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় উপরে ৮টি বর্ণনার মধ্যে প্রথমটি হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহলে বাইত। তাঁর বর্ণনার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তিনি সুনির্দিষ্ট ১২ তারিখ ও সোমবার নবীজীর ওফাতের তারিখ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং অধিকাংশ ওলামা ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর বর্ণনাটিই অধিক গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন এবং এটিই নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত বলে সাব্যস্থ হয়েছে এবং পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বে এটিই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে।

তথ্য ভিত্তিক পরিসংখ্যান ঃ

এখানে একটি হিসাবের প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। হিসাবটি হলো- সোমবার দিন নিয়ে। হিসাবে দেখা যায়- ঐ বৎসর রবিউল আউয়ালের ১৩ তারিখ সোমবার ছিল ১২ তারিখ নয়। অতএব কেউ কেউ হযরত আলীর রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনাটি সঠিক নয় বলে মনে করেন। এ সমস্যার সমাধান দিয়েছে আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইবনে কাছির, ইমাম বদরুদ্দীন ইবনে জামা'আ এবং ইমাম মাওয়ারজি প্রমুখ হাদীস বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ। তাঁরা বলেছে- মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফে চাঁদ দর্শনের ক্ষেত্রে ১ দিন বেশ কম হতে পারে। ঐ বৎসর মক্কা শরীফে রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখা গিয়েছিল মঙ্গলবার দিবাগত সন্ধায় আর মদিনা শরীফে চাঁদ দেখা গিয়েছিল বুধবার দিবাগত সন্ধায়। সুতরাং মক্কা শরীফের হিসাব মতে হুজুরের ইন্তিকাল দিবস সোমবার ছিল ১৩ই রবিউল আউয়াল। কিন্তু মদিনা শরীফের হিসাবের মতে ছিল ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার। সুতরাং হযরত আলী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফের হিসাব মতে সোমবার দিনকে ১২ তারিখ বলেছেন এবং মক্কা শরীফের মোহাদ্দেস ও ঐতিহাসিকগণের মতে উক্ত সোমবার ১৩ তারিখ। সোমবারের মধ্যে সকলেই একমত। অতএব যারা বলেন- সোমবার দিন কিছুতেই ১২ তারিখ হতে পারে না তারা হিসাবের বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।

উক্ত জবাবের ৭ ও ৮ নম্বর বর্ণনায় দুর্বল বা যঈফ রেওয়ায়াত হিসেবে চাঁদের প্রথম তারিখ ও দ্বিতীয় তারিখ সোমবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকাল দিবস বলা হয়েছে। ১লা তারিখের বর্ণনাটি মুছা ইবনে উকবা, লাইছ ও খারেজমী কর্তৃক বর্ণিত দ্বিতীয় তারিখের বর্ণনাটি আবু মিখনাফ ও কালবী নামক দু'জন রাফেজী মিথ্যাবাদী কর্তৃক বর্ণিত। এই উভয় রেওয়ায়াত বাতিল, অনির্ভরযোগ্য এবং অংকের হিসাবে অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারের বর্ণনাও রেওয়ায়াত ব্যতিত অন্যান্য বর্ণনা ও হিসাব কিভাবে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য হলো- তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

বিস্তারিত বিবরণঃ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকাল ও ওফাত শরীফ সোমবার হয়েছিল-এ পর্যন্ত সকলেই একমত। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত নির্ভরযোগ্য। এতে কারও দ্বিমত নেই। যেমন- সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারী, মাওয়াহিবে

লাদুনিয়া ও শরহে মাওয়াহিবে লাদুনিয়া বা জুরকানী শরীফে সোমবারের উল্লেখ এভাবে এসেছে-

"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত শরীফ নিশ্চিতভাবে সোমবার দিন হয়েছিল। যেমন- সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে এবং ইবনে ছা'আদও ভিন্ন ভিন্ন সনদ সহকারে হযরত আয়শা রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সা'দ রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইর রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইবনুল মুছাইয়েব রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ইবনে শিহাব জুহুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য রাবীগণ হতে উক্ত সোমবারের বর্ণনাটি রেওয়ায়াত করেছেন। ফতহুল বারী, মাওয়াহিব ও শরহে মাওয়াহিব আরও বলেন- উক্ত সোমবার রবিউল আউয়াল মাসে হওয়ার ব্যাপারেও কারও মতভেদ নেই। যেমন- ইবনে আবদুল বার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন- বরং এটি ইজমার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মোট কথা রবিউল আউয়াল মাস ও সোমবার হুজুরের ইন্তিকালের বিষয়টি কোন মতভেদ ছাড়াই ইজমা হয়ে গেছে।

তারিখ সমস্যা ও সমাধান ঃ

এখন বাকী রইলো তারিখের বিষয়টি। এটি সাব্যস্ত করতে হলে পিছনের বিদায় হজ্বের চাঁদ থেকে হিসাব করতে হবে। ঐ বৎসর হজ্বের চাঁদ অর্থাৎ জিলহজ্বের চাঁদ মক্কা শরীফে বুধবার সন্ধায় দেখা গিয়েছিল। সে হিসাবে পরদিন বৃহস্পতিবার থেকে চাঁদের হিসাব ধরে ৯ তারিখ হজ্ব অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবারে। এটাও সর্বজন স্বীকৃত। মক্কা শরীফের চাঁদের হিসাবে ইন্তিকালের তারিখ কোন মতেই ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হয় না।

যদি জিলহজ্ব মাসকে ২৯ দিন ধরে হিসাব করা হয় আর মুহররম ও সফর মাসকে ৩০ দিন ধরা হয়, তাহলে হিসাব হবে এভাবে জিলহজ্বের ২৯ তারিখ বৃহস্পতিবার। সুতরাং ১লা মুহররম হবে শুক্রবার এবং ৩০ শে মুহররম হবে শনিবার। সফর মাস শুরু হবে রোববার থেকে এবং ৩০ শে সফর শেষ হবে সোমবারে। অতএব রবিউল আউয়ালের ১লা তারিখ হবে মঙ্গলবার। কাজেই পরবর্তী ১ম সোমবার হবে ৭ তারিখ ও দ্বিতীয় সোমবার হবে ১৪ তারিখ। এভাবে ১২ তারিখ সোমবার হয় না।

আবার জিলহজ্ব, মুহররম ও সফর তিন মাস ৩০ দিনে ধরে নিলে ১লা রবিউল আউয়াল হয় বুধবার। তাহলে ১ম সোমবার হয় ৬ তারিখ এবং দ্বিতীয় সোমবার হয় না।

আর যদি জিলহজ্ব, মহররম ও সফর তিন মাস একাধারে ২৯ দিন ধরা হয়, তাহলে রবিউল আউয়ালের ১লা তারিখ পড়ে রোববার। সে মতেও ১ম সোমবার হয়, ২ তারিখ সোমবার হয় না।

আবার উক্ত তিন মাসের যে কোন একটিকে ২৯ ও বাকী দুমাসকে ৩০ দিন ধরা হলে তাতেও ১লা রবিউল আউয়াল মঙ্গলবার হয় এবং ১ম ও ২য় সোমবার যথাক্রমে ৭ ও ১৫ তারিখ হয়। সর্বশেষে উক্ত তিন মাসের মধ্যে দু মাসকে যদি ২৯ দিনে ধরা হয় এবং ১ মাস ৩০ দিন ধরা হয় তাহলেও ১লা রবিউল আউয়াল হয় সোমবার এবং দ্বিতীয় সোমবার হয় ৮ই রবিউল আউয়াল।

মোট কথা- উপরের যে চার প্রকার হিসাব দেয়া হলো তার কোনটিতেই সোমবার ১২ তারিখ হয় না। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরাম যে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার বলেছেন- এটা কিসের ভিত্তিতে? উপরোক্ত চার সমস্যার কারণে ইমাম সোহায়লী ১লা রবিউল আউয়াল সোমবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকাল দিবস বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী ২রা রবিউল আউয়াল সোমবার বলেছেন।

অধিকাংশ মোহাদ্দেসীন ও ওলামায়ে কেরাম ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার তারিখটি যে ঠিক এবং সত্য তা প্রমাণ করেছেন। ইমাম মাওয়ারজি ও আল্লামা ইবনে কাছির। তাঁরা বলেন- জিলহজ্বের চাঁদ বুধবার সন্ধায় মক্কা শরীফে দেখা যাওয়া সত্য। সে হিসাবে প্রথম জিলহজ্ব ছিল বৃহস্পতিবার এবং আরাফাতের দিন ৯ জিলহজ্ব ছিল শুক্রবার। এদিনেই হজ্বে আকবার অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু মদিনা শরীফে বুধবারে জিলহজ্বের চাঁদ দেখা যায় নি। ফলে মক্কা শরীফের চাঁদ দর্শনের সাথে মদিনা

শরীফের চাঁদ দর্শনের মাঝে ১ দিনের ব্যবধান হয়ে যায়। অর্থাৎ মদিনা শরীফের হিসাবে জিলহজ্ব, মহররম ও সফর এই তিন মাস একাধারে ৩০শে সফর ছিল বুধবার। ১লা রবিউল আউয়াল মদিনা শরীফে ছিল বৃহস্পতিবার এবং ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ পড়ে সোববারে। সুতরাং জমহুর ওলামায়ে কেরাম হতে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারেই হুজুরের ইন্তিকাল সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজর আল্-আসকালানী তাঁর ফতহুল বারী এবং ইবনে কাছির তাঁর আল- বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ করেছেন। জমহুরের মতামতকে ইয়াজিদী বা উমাইয়া ষড়যন্ত্র বলা নিশ্চয়ই মুর্খতার পরিচায়ক।

সুতরাং যারা বিজ্ঞাপনে দাবী করে যে, কোন মতেই ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হতে পারে না, তাদের ধারণা গলৎ বা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। মূলতঃ এদের হিসাবের ভিত্তি হলো মক্কা শরীফের চাঁদ দর্শনের উপর। আর জমহুর মোহাদ্দেসীনের হিসাবের ভিত্তি হলো মদিনা শরীফের চাঁদ দর্শনের উপর এবং একাধারে জিলহজ্ব, মুহররম ও সফর মাস ৩০ দিনে গণনার উপর। সুতরাং অঙ্কে প্রথম সংখ্যা ভুল হলে পরবর্তী সমস্ত সংখ্যাই যে ভুল হবে- এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। [ইমাম আহমদ রেজা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ফতোয়া সমাপ্ত)

যুক্তিভিত্তিক দলীল ঃ

১. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ ৬৩ বৎসর হায়াত পেয়ে ইন্তিকাল করেছেন। যদি ১লা রবিউল আউয়াল ইন্তিকাল দিবস মেনে নেয়া হয়, তাহলে ১২ দিন কমে যায়। সুতরাং এই দাবীও সঠিক নয়।

২. হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বর্ণনা মতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকাল তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার ছিল; কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর একটি বর্ণনা মতে- 'হজ্বের ৮১ দিন পর হুজর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়।' এটার উপর ভিত্তি করে হিসাব করলে ৮১ দিন পর ইন্তিকাল দিবস হয় ১লা রবিউল আউয়াল সোমবার। এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে- হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন হুজুরের ঘরের আপন জামাতা এবং তাঁর বিবৃতি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট দিন তারিখ সহ। অপরদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন হুজুরের চাচাত ভাই; কিন্তু একটু দূরের। তদুপরি তিনি সুনির্দিষ্টভাবে দিন ও তারিখ উল্লেখ করেন নি। শুধু এতটুকু বলেছেন- হজ্বের ৮১ দিন পরে হুজুরের ইন্তিকাল হয়েছে। সুতরাং ইলমে হাদীসের নীতিমালা অনুসারে দুই সাহাবীর বর্ণনার মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্রে সমাধান করার নিয়ম হলো- 'যিনি অধিক একনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী এবং ঘটনার সহিত যিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং যাঁর বর্ণনা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট তাঁর বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।' কাজেই ইলমে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণনাটিই গ্রহণযোগ্য। তাই জমহুর মোহাদ্দেসীন ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম ও ইন্তিকাল দিবসের মতটি গ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণনাটি সুনির্দিষ্ট নয়। তদুপরি দিন তারিখও উল্লেখ নেই। কাজেই নিজেরা হিসাব নিকাশ করে নিজেদের সেই হিসাবকে দলীল বলে গ্রহণ করার কোনই যৌক্তিকতা নেই। যিনি বিজ্ঞাপনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণনার উপর নির্ভর করে মনের মাধুরী মিশিয়ে জমহুর ওলামাদের মতামতকে খ-ন করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন, তার উচিত ছিল নিরপেক্ষভাবে হযরত আলী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনাটিও উল্লেখ করা; কিন্তু তিনি তা করেন নি। ফলে মুসলিম সমাজের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। সঠিক জ্ঞানদানের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য ও দয়া কামনা করছি। আমিন!

ঈদ কয়টি?

সুন্নি গবেষণা কেন্দ্র (পূণঃমুদ্রিত)

'রহমানী পয়গাম' জামেয়া রহমানিয়া ঢাকা হতে প্রকাশিত, রবিউল আউয়াল ১৪২২ হিজরী সংখ্যায় বলা হয়েছে- 'ঈদে মিলাদুন্নবী হচ্ছে আবু লাহাবী উৎসব। শরিয়তে দুই ঈদ ছাড়া তৃতীয় ঈদ নেই' ইত্যাদি।

শায়খুল হাদীসের পত্রিকার নাম 'রহমানী পয়গাম' হলেও শয়তানী পয়গামে ভরপুর। শায়খুল হাদীস হয়েও হাদীস সম্পর্কে তার কোন গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। তার গবেষণার গভীরতা এক ইঞ্চিও হবে না। এবার শুনুন কুরআন হাদীস ও বিভিন্ন দ্বীনি কিতাবে নয়টি ঈদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথাঃ- (১) ঈদে রামাদ্বান। (২) ঈদে কোরবান। (৩) ঈদে আরাফাহ। (৪) ঈদে জুমুয়া। (৫) ঈদে হাওয়ারী। (৬) ঈদে বনী ইসরাঈল। (৭) ঈদে শবে বরাত। (৮) ঈদে শবে ক্বদর। (৯) ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ব্যাখ্যাঃ ঈদে রামাদ্বান ও ঈদে কোরবান হলো- মুমিন মানুষের। ঈদে আরাফাহ হচ্ছে হাজী সাহেবানদের ঈদ। ঈদে জুমুঢা হচ্ছে- মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদ। ঈদে হাওয়ারী হচ্ছে- হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর আসমানী খাদ্য নাযিল হওয়ার ঈদ। ঈদে বনী ইসরাঈল হচ্ছে- নীল নদী অতিক্রমের দিন আশুরা। ঈদে শবে বরাত ও ঈদে শবে ক্বদর হচ্ছে ফেরেস্তাদের ঈদের দিন। ইয়াওমে বেলাদত বা ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে- স্বয়ং আল্লাহর ঈদের দিন। এটিই সকল ঈদের সেরা ঈদ। কেননা এটি উদযাপিত হয়েছে আল্লাহ কর্তৃক। বিস্তারিত দলীল প্রমাণ নিম্নে দেখুন।

১-২ নং দলীলঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফ হিজরত করার পর সেখানকার আদি বাসিন্দাদেরকে দু'টি মেলা বা আনন্দের দিবস (নওরোজ ও মেহেরজান) পালন করতে দেখে বললেন, প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আনন্দের দিন থাকে। আমাদের আনন্দ ও ঈদের দিন হলো ঈদে রামাদ্বান ও ঈদে কোরবান। এতে কিছু শরিয়তি বিধান রাখা হয়েছে।

৩ ও ৪ নং দলীলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন-

عن ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه: فَإِنَّهَا نزلت فِي يَوْم عيدين فِي وَيَوْم جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ و مشكوة فى الجمعة)

"যে দিন কুরআন মজিদের শেষ আয়াত আল ইয়াওমা নাযিল হয় সে দিনটি ছিল দুই ঈদের দিন। একটি আরাফাতের দিন অপরটি শুক্রবার জুমুয়ার দিন।"

عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ، خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ. رواء ابن ماجة.

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- নিশ্চয়ই জুমুয়ার দিনটি হচ্ছে দিন সমূহের সর্দার এবং আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ দিন- এমনকি ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতর হতেও শ্রেষ্ঠতর। এ দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে- যা অন্য দিনে নেই। তা হলো- এ দিনে হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি হয়েছে। এই দিনে তাঁকে দুনিয়ায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে। এ দিনেই

তার ওফাত হয়েছে। এ দিনে এমন একটি খাস মুহূর্ত আছে- বান্দা ঐ সময় যা চাইবে আল্লাহ তা দিবেন। এ দিনেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। (ইবনে মাজাহ)

৫ নং দলীলঃ হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে আসমানী রান্না করা খাদ্য অবতরণের অনুরোধ জানালে তিনি বলেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ.(المائدة:١١٤)

"হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল করুন। এ দিনে আমরা মায়েদা নাযিলের ঈদ উদযাপন করবো। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য হবে ঈদ এবং তোমার পক্ষ হতে হবে একটি কুদরতি নিদর্শন।"

৬ নং দলীলঃ আল্লাহ তা'য়ালা বনী ইসরাঈলকে ঐ দিন স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন- যে দিন আল্লাহর দয়ায় ও নেয়ামতে নীল নদী শুকিয়ে গিয়েছিল। সেদিন ছিল শুক্রবার আশুরার দিন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ (البقرة:٥٠)

"তোমরা ঐ দিনে আমার রহমতের কথা স্মরণ করো- যেদিন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে চিরে দু'ভাগ করে রাস্তা করে দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে ফেরআউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলাম।" এটা তাদের ঈদের দিন।

৭ ও ৮ নং দলীলঃ শবে বরাত ও শবে ক্বদর ফেরেশতাদের ঈদের দিন। হযরত গাউছে পাক আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি গুনিয়াতুত তালেবীন কিতাবে লিখেন-

ফেরেশতাদের ঈদ হলো লাইলাতুল রাবাআত ও লাইলাতুল ক্বদর। তাদের ঈদের সময় রাত্রি নির্ধারণ করার কারণ হলো- তাদের নিদ্রা নেই। মানুষের ঈদ দিনে- কারণ তাদের রাত হলো নিদ্রার জন্য।

৯ নং দলীলঃ লাইলাতুল বেলাদাত ১২ রবিউল আউয়াল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ। এই দিনটি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ। কেননা এই ঈদ উদযাপন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। জান্নাত, আসমান, জমীন, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম ও খানায়ে কাবা আলোক মালা ও পতাকা দিয়ে আল্লাহ সাজিয়েছিলেন। এত ধুমধামের ঈদের ব্যবস্থা করা কোন বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ইহাই হচ্ছে ঈদে আযম বা সেরা ঈদ। (বিস্তারিত দেখুন- তাবাকাতে ইবনে ছা'আদ, মাওয়াহিব, সিরাতে ইবনে হিশাম, জুরকানী, সিরাতে হালবিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ)।

পবিত্র বেলাদতের দিনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সোমবারে ১ দিন এবং বৎসরে ৫২ দিন নফল রোযা রাখতেন। (মুসলিম শরীফ)।

আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঈদ পালন করেছেন সেটাই শ্রেষ্ঠ ঈদ। তদুপরি যে কারণে শুক্রবার সমস্ত দিনের সরদার এবং দুই ঈদের দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ। তার চেয়েও বড় কারণ পাওয়া যায় ১২ই রবিউল আউয়ালে তথা নবীজীর শুভাগমন ও বেলাদত শরীফে। সুতরাং এই দিনটি এই কারণেই সমস্ত দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং ঐ রাত্রিটিও শবে ক্বদরের চেয়েও উত্তম। দালালাতুন্নছ দ্বারা এটি প্রমাণিত। হয়ত আদমের সাথে শুক্রবারের সম্পর্ক- কিন্তু সোমবারের সম্পর্ক হলো সৃষ্টির সেরা মহা নবীজীর সাথে।

এতগুলো ঈদের প্রমাণ কোরআন হাদীসে থাকা স্বত্ত্বেও শাইখুল হাদীসেরা চোখ বুঝে সূর্য নেই বলছে। কি পরিমাণ নবী বিদ্বেষ থাকলে এরূপ শয়তানী কথা বলা যায়- তা সহজেই অনুমেয়।

জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মোৎসব উপলক্ষে মিছিল সহকারে আনন্দ প্রকাশ করা]

শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করীম নক্শবন্দী (রহ.)

জশনে জুলুছ শরিয়ত বিদিত ও সমর্থিত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আন্তরিক মহব্বতের বহিঃ প্রকাশ। এটি পবিত্র ইসলামের শান-শওকতও বটে। এ প্রচলন বাংলাদেশে নতুন মনে হলেও আসলে এটি অতি পুরাতন নিয়ম যখন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে তশরীফ আনেন, অগণিত ফেরেস্তা আকাশে মিছিল সহকারে আনন্দোৎসব পালন করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদিনায় যান সেখানকার আবাল-বৃদ্ধ বনীতা মিছিল সহকারে আনন্দোৎসবে মাতওয়ারা হয়ে হুজর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমনে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এগিয়ে আসেন। মহিলাগণ ছাদের উপর আরোহণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভ আগমনের জন্য অপেক্ষমান। মুখে বলছেন, মারাহাব ইয়া রাসূলুল্লাহ মারহাবা ইয়া রাসূলুল্লাহ। সেদিন মদিনার আকাশ-বাতাস মুখরিত ছিল (তাহকিকে হক ও মুসলিম শরীফ) যে কোন নেক উদ্দেশ্যে মিছিল বা স্বাগত র‍্যালি সহকারে গমনাগমন শরিয়ত সমর্থন করে বরং বাদ স্থানে অনুরূপ আদেশও রয়েছে যথা হাজীগণের আরাফাত ও মিনাতে যাত্রা জুলুছ সাদৃশ। দলবদ্ধভাবে ঈদগাহে ঈদের নামাযের জামাতে যাত্রা মিছিলেরই নামান্তর। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিজয়ীবেশে মক্কা বিজয়ে যান তখনও মিছিল সহকারেই যান। ঐ মিছিলের প্রভাবে মক্কাবাসী কাফেরদল স্তিমিত ও বিস্মিত হয়ে যায়। তারা অতি সহজে নিজেদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কদম মোবারকে ন্যস্ত করে এবং দলে দলে পবিত্র ইসলামে দীক্ষা লাভ করে এরই বর্ণনা পাক কালামের সূরায়ে নাসরে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, "আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। বিজয় অনিবার্য্য, আপনি দেখবেন দলে দলে লোক ইসলামে দীক্ষা বা প্রবেশ করছে। তাদের পক্ষে আপনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হউন এবং তসবীহ পাঠ করুন। আল্লাহ পাক বিলম্বে ইসলামে দীক্ষাকারীগণের পক্ষে ক্ষমাশীল ও তওবা গ্রহণকারী।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা শরীফে দৈনিক ফজরে ও আসরে সালাতু-সালাম পেশ করার জন্য সত্তর হাজার ফেরেস্তাগণের জামাত মিছিল সহকারে গমণাগমণ হয়। এমনিভাবে কেয়ামত পর্য্যন্ত। শেষ দলটিতে বড় চারজন ফেরেস্তা থাকবেন মিছিল সহকারে বেহেস্তী লেবাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হাশরের ময়দানে অতি জাঁক-জমকে নিয়ে আসা হবে, ঝা-া থাকবে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর হাতে।

রবিউল আউয়াল শরীফের মিছিল বাংলাদেশে পরে আসছে সত্যকথা। বাংলাদেশেও ইসলাম এসেছে প্রায় ৭০০ বৎসর পর। তা হলে কি ইসলাম ও বিদআত তথা বর্জনীয় হবে? না কখন ও না! এমনিভাবে জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বাংলাদেশে দেরীতে এসেছে। তাই বলে ইহা বর্জনীয় হবে কেন? তুরস্কে বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই এই শোভাযাত্রা চলে আসছে। যে তুর্কীগণ সর্বপ্রথম মসজিদে নববীকে অতি সুন্দর করে নির্মাণ করেছিলেন। পাকিস্তানে ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানে জশনে জুলুছ ঈদে মিলাদুন্নবী নতুন নহে। যদিও ঈদে মিলাদুন্নবীতে অসংখ্য ফেরেশতাগণের বেষ্টনী থাকে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে যুগ যুগ ধরে শান-শওকতে জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত হচ্ছে। কুমিল্লা ও ঢাকার মুসলমানগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মোৎসবের মিছিল, জুলুছ, স্বাগত র‍্যালি পালন করে থাকেন। এ জশনে জুলুছের প্রভাবে আমার জানা মতে অনেক বেনামাজী

নামাজী হয়ে গেছেন। অনেক পাপী তাপী আপন গুণাহ থেকে তওবা করে নেক বন্দা বনে গেছেন। এমন কি অনেক বিধর্মী জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবীর সৌন্দর্য্য দেখে পবিত্র ইসলাম ধর্মে স্বেচ্ছায় দীক্ষা লাভ করেছেন। একদল মুসলমান নামধারী ইসলামের দাবীদার হক্ব-বিদ্বেষী বলে এহেন মহৎ ও মহব্বতের বস্তুর প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে। এরা মোনাফেকদের বংশধর নয় কি? এ জশনে জুলুছে ঈদে মিলদুন্নবী চিরকাল থাকবে। কেহ ঠেকাতে পারবে না। আল্লাহ পাকই তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইজ্জতের হেফাজতকারী তাই আল্লাহ পাক পবিত্র কালামে এরশাদ করেন- ।قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا "আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত প্রাপ্তিতে হে মোমেনগণ! তোমরা আনন্দোৎসব পালন কর।" অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেন- তদীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং তিনিই হলেন রহমতের প্রতীক। কাজেই দুনিয়াতে তাঁর আগমণের দিনে যথারীতি আনন্দোৎসব করা জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করা কালামে পাকের নির্দেশ মোতাবেক ঈমানী দায়িত্ব। এজন্যই জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার পক্ষে আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট বার আউলিয়ার শহর বন্দর নগরী চট্টগ্রামে এ মহান উৎসবের আয়োজন করে থাকে।

শাহজাহানপুর গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ থেকে পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষ্যে জশনে জুলুছ

গত ২৬ শে ডিসেম্বর বাদ জু'মা শাহজাহানপুর গাউছুল আ'যম মসজিদ থেকে পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষ্যে জশনে জুলুছ (আনন্দ মিছিল) বের করা হয়। জুলুছটির নেতৃত্ব প্রদান করেন শাহজাহানপুর গাউছুল আ'যম জামে মসজিদের খতিব, ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠা জামিয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যাপক হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন সাহেব উক্ত জুলুছে আর ও উপস্থিত ছিলেন শাহজাহানপুর গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহআলম, সিনিয়র সহ-সভাপতি ইঞ্জিঃ কুদরত উল্ল্যাহ, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রব, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সফিউজ্জামান কোরাইশী, দপ্তর সম্পাদক জনাব শামসুদ্দিন শাহীন, কার্যকরী সদস্য জনাব রশিদ আহমদ কাজল, বাংলাদেশ যুবসেনার সভাপতি সেকান্দর হোসেন সুমন সহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তির মধ্যে নিজাম উদ্দিন লিটন ও প্রমুখ।

বাদ জু'মা জুলুছটি শাহজাহানপুর গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে দৈনিক বাংলা মোড় ঘুরে বায়তুল মোকারম মসজিদের উত্তর গেইট হয়ে প্রেস ক্লাবের সামনে দিয়ে হাই-কোর্ট মাজার প্রাঙ্গনে মিলাদ ও মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়। এতে প্রায় চার হাজার মুসল্লি অংশ গ্রহন করেন।

মিলাদ বিরোধীদের মুরুব্বীগণসহ ওলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ

এক. মক্কাবাসীদের মিলাদ পালনঃ

ইমাম শামসুদ্দীন সাখাবীর সূত্রে মোল্লা আলী আল ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মক্কা বাসীরা অধিকতর মঙ্গল ও বরকতের অধিকারী। এই পবিত্র নগরীর দিকে মুসলিম মিল্লাত অতি আগ্রহের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। এটার কারণ এই যে, এখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর মৌলুদ শরীফ (পবিত্র জন্মস্থান) বিদ্যমান। এ পবিত্র জন্মস্থানটি তৎকালীন 'সুকুল লাইল'নামে খ্যাত ছিল। যা বর্তমানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের পূর্ব পাশে 'মাকতবা আল মক্কা আল মুকাররমা' নামে দালান হিসেবে অবস্থিত।

উক্ত পবিত্র স্থানে লোকেরা দলে দলে অতি আগ্রহের সাথে মনোবাসনা নিয়ে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করতেন। বিশেষ করে ১২ ই রবিউল আউয়াল শরীফে ঈদে মিলাদুন্নাবী'র দিনে অনেক গুরুত্বসহকারে লোকজন মাহফিলের আয়োজন করতেন। ধনী-গরীব,আমীর-প্রজা সকলেই এতে অংশগ্রহন করতেন। তৎকালীন মক্কা নগরীর কাযী এবং প্রখ্যাত আলেম আল বুরহানী আশ-শাফেয়ী যিয়ারতকারী ও ঈদে মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মাহফিলে অংশগ্রহনকারীদেরকে তাবাররুক বা খানা খাওয়ানোর ব্যাবস্থা করতেন। আর ঈদে মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উপলক্ষে হেযাযের আমীর তাঁর বাসভবনে হেযাযের নাগরিকদের জন্য ঈদে মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উপলক্ষে বিশাল খাবারের আয়োজন করতেন এবং এই নিয়ত করতেন যে,এই মিলাদে পাকের দ্বারা তাঁর অনেক মুসিবত দূরীভূত হবে। তাঁর পরবর্তীতে তাঁর উত্তরসূরী পূত্র "আল-জমালী" এই মাহফিলের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন।

দুই. 'মাহনামা তরিক্বত' লাহোর পত্রিকায় মক্কা শরীফে জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের বর্ণনাঃ

১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে 'মাহনামা তরিক্বত' লাহোর পত্রিকার রিপোর্টের মধ্যে মক্কা শরীফের জশনে ঈদে মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পালনের বর্ণনা এভাবে দেন যে, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর শুভাগমন দিবসে মক্কা শরীফের মধ্যে বড় ধরনের আনন্দ উৎসব পালন করা হয়। ঐ দিবসকে 'ঈদে ইয়াওমে বেলাদতে রাসূল' বলা হয়। ঐ দিন চারিদিকে পতাকা উড়তে থাকে। হেরেম শরীফের গভর্ণর এবং হেযাযের কমান্ডারসহ আরো অন্যান্য কর্মকর্তাগণ আভিজাত্য পোশাক পরিধান করে মাহফিলে উপস্থিত হতেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর 'পবিত্র জন্মস্থানে'-এ গিয়ে কিছুক্ষন নাত-গজল পরিবেশন শেষে ফিরে যেতেন। হেরেম শরীফ থেকে 'মৌলিদুন্নবী' (পবিত্র জন্মস্থান) পর্যন্ত দুই সাড়িতে আলোকসজ্জা করা হত। ঐ মৌলিদ শরীফের স্থান নূরের আলোর ভূমিতে পরিণত হত এবং মৌলিদ শরীফের স্থানে সু-কণ্ঠে প্রিয় নবীর মিলাদ পালন করত। এ অবস্থায় রাত দুইটা পর্যন্ত মিলাদখানী,নাত এবং বিভিন্ন খত্ম পড়ত। দলে দলে লোকজন এসে নাত পরিবেশন করত। ১১ ই রবিউল আউয়াল শরীফের মাগরিব হতে ১২ ই রবিউল আউয়াল শরীফের আসর পর্যন্ত ২১ টি তোপধ্বনি করা হত। মক্কা শরীফের ঘরে ঘরে মিলাদুন্নাবী উপলক্ষে খুশি আনন্দ এমনকি স্থানে স্থানে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হত।"

তিন. মদিনাবাসীর মিলাদ পালনঃ

মক্কাবাসীদের ন্যায় মদীনা পাকের অধিবাসীরাও ঈদে মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মাহফিলের আয়োজন করতেন।

চার. হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী কর্তৃক মিলাদ পালনঃ

দেওবন্দীদের পীর-মুর্শিদ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী বলেন, "আমাদের ওলামা মৌলুদশরীফ সম্পর্কে অনেক বিতর্ক শুরু করে দিয়েছেন। এর পরেও ওলামায়ে কেরামের এ কাজ (মিলাদুন্নাবী পালন) বেধ হবার পক্ষে মত দিয়েছেন। যখন বৈধ হওয়ার কথা আছে,কেন এ (দেওবন্দী, তাবলীগী) আলেমরা এ ব্যাপারে কঠোর

অবস্থান নিয়েছে। আমাদের হেরেমাইন (মক্কা ও মদিনা শরীফ) এর অনুসরন যথেষ্ট।

তিনি আরো বলেন,দুই হেরেমের অধিবাসীরা যে মিলাদ শরীফ পালন করেন তা আমাদের জন্য দলীল হবার ব্যাপারে যথেষ্ট।

তিনি আরো বলেন, "ফকীরের (নিজের দিকে সম্বোধন করে বলেন) মাযহাব হল মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর মাহফিলে অংশগ্রহন করা। শুধু তাই নয়, বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে আমি প্রতি বছর তা অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পালন করি এবং সালাত-সালামের সময় কিয়ামের মধ্যে অনেক রুহানী স্বাদ পেতে থাকি।"

শেখুদ দালায়েল মাওলানা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস এলাহাবাদী মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে একটি তাত্বিক পুস্তক রচনা করেন। এটার নাম দেয়া হয়েছে,

الدر المنظم فى بيان حكم النبى صلى الله عليه و سلم الاعظم

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী এই কিতাবের সমর্থনে বলেন, "এই কিতাবের মধ্যে মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে যা কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে,তা সবগুলোই সঠিক। ফকীর (আমার) এ ব্যাপারে এতে'কাদও রয়েছে। অধিকাংশ মাশায়েখদের এ ব্যাপারে সমর্থনও রয়েছে, যেমন মুহাম্মদ রহমত উল্লাহ মক্কী, সৈয়্যদ হামযা (শাগরিদ রশিদ আহমদ গাংগুহী), আব্দুল্লাহ আনসারী (জামাতা কাশেম নানুতবী) সহ আরো অনেকে সমর্থন করেছেন।

পাঁচ. মৌলভী আশ্রাফ আলী থানভীর মিলাদ পালনঃ

দেওবন্দীদের অন্যতম বুযূর্গ মৌলভী আশ্রাফ আলী থানভী বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর নূর মুবারকের উসিলায় সমস্ত জগত সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, وذكر هم بايام الله-ان فى ذالك لايت لكل صبار شكور.

"আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কে নির্দেশ দেন যে, আপনি তাদেরকে (বনী ইসরাঈল) আল্লাহর নিদর্শনাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দিন। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক অধিক সবরকারী, শুকুর গুজারদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর বেলাদত উপলক্ষে খুশী আনন্দ করা বৈধ। শুধু তাই নয় বরং তা বরকত হাসিলের বড় উপায়। এ কথার ওপর স্পষ্ট যে, আমরা নবীর বেলাদত উপলক্ষে মূল খুশী হবার বিরোধী নই। বরং এ কাজের উপর সর্বদা আমলকারী।

এ আশ্রাফ আলী থানভী আরো বলেন, "আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর শুভাগমনকে কুরআন শরীফের মধ্যে নেয়ামতের খোটা দেয়ার ধরন বর্ণনা করেছেন। (কেন আমরা মিলাদুন্নাবী পালন করব না? অবশ্যই করব)। অতএব এখান থেকে আমাদের এই শিক্ষা গ্রহন করা দরকার যে, আমরা যেন প্রত্যেহ একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর মিলাদের আলোচনা করি।"

তিনি আরো বলেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিজেই নিজের মিলাদ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা বর্ণনা কম করেছেন। আহকামের আলোচনা অধিক করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর সুন্নাতের অনুসরন এভাবে হবে যে, হুজুর তাঁর নবুয়তের পুরা জীবনের মধ্যে যে পরিমান বেলাদতের বর্ণনা করেছেন; এতটুকু যেন তোমরা পালন কর।

তিনি ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সূত্রে আরো বর্ণনা করেন যে, বৃহস্পতিবার রাত্রি (জুমার রাত্রি) কদরের রাত্রি থেকে অনেক গুন বড়। এই কারনে যে, ওই রাত্রিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর আম্মাজান হযরত আমেনা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর গর্ভে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দুনিয়ার মধ্যে তাশরীফ আনয়নের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের মঙ্গল নিহিত রয়েছে;যা গণনা করা যাবে না।

ছয়. মৌলভী রশিদ আহমদ গাংগুহীর ওস্তাদের মিলাদ পালনঃ

দেওবন্দীদের ইমাম রশিদ আহমদ গাঙগুহীর ওস্তাদ শাহ আব্দুল গণি দেহলভী বলেন, "এ কথা হক্ব ও সত্য যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর মিলাদ পালন এবং ইসালে সাওয়াবের আয়োজন করা মানবের পরিপূর্ণ কল্যানের একটি সোপান। বাস্তব এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর মিলাদ পালন করার মধ্যে এবং ইসালে সাওয়াব উপলক্ষে ফাতেহা পড়া মিলাদের খুশী উদযাপন মানবের জন্য পুরোই মঙ্গল"।

সাত. হযরত আব্দুল হক দেহলভীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক মিলাদ পালনঃ

পাক ভারতে হাদীস চর্চার অন্যতম মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'মাসাবাতা বিস্ সুন্নাহ' এর ৮২ পৃষ্ঠার মধ্যে জশনে ঈদে মিলাদুন্নাবী এর পালন বৈধতা ও উপকারীতার অনেক দলীল ও প্রমাণ প্রদান করেছে। শেখ দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি যিনি পাক ভারত উপমহাদেশে সুন্নী নয় শুধু, দেওবন্দীদের নিকট গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পর্কে দেওবন্দীদের বুযূর্গ আশ্রাফ আলী থানভী বর্ণনা করেন, "শাহ আব্দুল হক দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যেক দিন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর দিদার লাভে ধন্য হতেন।"

থানভী সাহেব বিভিন্ন লেখায় শেখ দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মহা মর্তবা বর্ণনা করেছেন। থানভী তার কিতাব 'শুকরুন নি'য়মা বিযিক্রি রাহমাতির রাহমা' এর ৬৫ পৃষ্ঠায় শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভীর রচিত 'আশিয়াতুত লুমাত' কিতাবের একটি ইবারত উদ্ধৃত করে বলেন, "যেহেতু শেখ আব্দুল হক দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন বড় হাদীস বিশারদ। তিনি শাফায়াতের দশ প্রকারের বর্ণনা দিলেন তা আমরা কোন হাদীসের কিতাবে পাইনি। তারপরেও তিনি (শেখ দেহলভী) যেহেতু হাদীসের মধ্যে বিশাল দৃষ্টির অধিকারী। এ কারনেই এই বর্ণনা গ্রহনযোগ্য।"

সূত্র সমূহঃ

১. আল মওরেদুর রবী ১৫ পৃষ্ঠা কৃত মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।
২. শামায়েলে এমদাদিয়া ৮৭,৮৮,৯৪ পৃষ্ঠা কৃত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী।
৩. ফয়সালা-এ হাফত মাসায়েল ৯ পৃষ্ঠা কৃত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী।
৪. মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ১৯২ পৃষ্ঠা কৃত মৌলভী আশ্রাফ আলী থানভী।
৫. তাফসীরে বয়ানুল কুরআন কৃত মৌলভী আশ্রাফ আলী থানভী।
৬. জুমা কি ফযায়েল ওয়া আহকাম, কৃত মৌলভী আশ্রাফ আলী থানভী।
৭. শেফাউল সায়েল কৃত শাহ আব্দুল গনি দেহলভী।
৮. হাওলুল ইহতেফাল বেযিকরা আল মৌলেদিন নববী আল-শরীফ কতৃ শেখ মুহাম্মদ আলভী মালেকী মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল ১৪২৫হিজরী ২০০৪ ইংরেজী)

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর — **আল্লাহু আকবার**

নারায়ে রিসালাত — **ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম**

নারায়ে গাউছিয়া — **ইয়া গাউসুল আজম দস্তগীর**

গাউসুল আজম জামে মসজিদ

শাহজাহানপুর, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠাতা খতীবঃ উস্তাজুল উলামা, শায়খুল ইসলাম- অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ.জলিল (রঃ)

নির্মাণ ও সংস্কার চলছে।

আপনিও শরিক হয়ে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করুন।

আরজ গুজার

মুহাম্মদ শাহ্ আলম, নির্বাহী সভাপতি ০১৬৭০৮২৭৫৬৮

মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, সেক্রেটারী ০১৫৫২৪৬৫৫৯৯

গাউসুল আজম জামে মসজিদ, শাহাজাহানপুর, ঢাকা।

কুরআন হাদীসের আলোকে ‘পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মাওলানা মুহাম্মদ আশেক জুনাঈদ

পবিত্র ‘ঈদে মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম বিশ্বের ঈমানি প্রেরনার জয় ধ্বনী নিয়ে প্রতি বছর আমাদের মাঝে আসে রবিউল আওয়াল মাসে। পবিত্র ‘ঈদে মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম উৎসব। যুগে যুগে বাতিলদের শনাক্ত করার কিছু নিদর্শন ছিল। তেমনিভাবে তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সমাজে ও বাতিলদের চিনার নিদর্শন হল পবিত্র ‘ঈদে মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতা করা। বাতিলদের বেড়াজাল থেকে মুসলিম মিল্লাতকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পবিত্র ‘ঈদে মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি?

ঈদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল খুশী হওয়া, ফিরে আসা, আনন্দ উৎযাপন করা ইত্যাদি। আর মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে আমরা নবীজীর আগমনকে বুঝায়। আর ‘ঈদে মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে নবীজীর আগমনে খুশী উৎযাপন করাকে বুঝায়। সুতরাং অশান্তি আর বর্বরতায় ভরপুর সংঘাতময় আরবের বুকে আধারের বুক চিড়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তি নিয়ে এসে মানবজাতিকে সত্যের, সভ্যতা ও ন্যায়ের দিক নির্দেশনা দিয়ে গোটা বিশ্বকে শান্তিতে পরিপূর্ণ করে তুলেন। নবীজীর পবিত্র শুভাগমনে খুশী উৎযাপন করাটাই হচ্ছে ‘ঈদে মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে পবিত্র ‘ঈদে মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিল কি-না?

আল্লামা শাহাবুদ্দীন ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ) বলেন, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও ‘ঈদে মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করার নীতি প্রচলন ছিল। যেমন-

অর্থাৎ- হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু তা‘য়ালা আনহু বলেছেন- “যে ব্যক্তি ‘মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করার জন্য এক দিরহাম অর্থ খরচ করবে, সে ব্যক্তি বেহেশতে আমার সাথী হবে।” হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু তা‘য়ালা আনহু বলেছেন- “যে ব্যক্তি ‘মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাজীম ও সম্মান করলো, সে যেন ইসলামকেই জীবিত রাখলো।” হযরত ওসমান রাদ্বিআল্লাহু তা‘য়ালা আনহু বলেছেন- “যে ব্যক্তি ‘মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করার জন্য এক দিরহাম অর্থ খরচ করলো, সে যেন বদর ও হোনাইনের যুদ্ধে শরীক হলো”। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা‘য়ালা আনহু বলেছেন- “যে ব্যক্তি ‘মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করবে এবং মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করার উদ্যোক্তা হবে, সে দুনিয়া থেকে (তওবার মাধ্যমে) ঈমানের সাথে বিদায় হবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে”।[১]

কুরআনুল কারীমের দৃষ্টিতে পবিত্র ‘ঈদে মিলাদুন্নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

“আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন, হে প্রিয় রাসূল! আপনি স্মরণ করুন ঐ দিনের ঘটনা (রোজে আজলের সময়ের) যখন

১ আন নে’মাতুল কোবরা আলাল ফি মাওলিদি সাইয়্যেদ ওলদে আলম ৭-৮ পৃষ্ঠা।

আমি (আল্লাহ) আম্বিয়ায়ে কেরামগণের নিকট থেকে এইভাবে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, যখন 'আমি তোমাদেরকে কিতাব এবং হিকমত' অর্থাৎ নবুয়ত দান করবো, অতঃপর তোমাদের কাছে এক মহান রাসূলের শুভাগমন হবে- যিনি তোমাদের প্রত্যেকের নবুয়তের সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা সকলে অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনযন করবে এবং সর্বোত্তমভাবে তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। তোমরা কি এ কথার অঙ্গীকার করছো এবং অঙ্গীকারে কি অটল থাকবে? সমস্ত নবীগণ বললেন- হ্যাঁ, আমরা অঙ্গীকার করলাম। আল্লাহ তায়ালা বললেন- তোমরা পরস্পর স্বাক্ষী থেকো এবং আমি ও তোমাদের সাথে স্বাক্ষী রইলাম। এর পরেও যে কেউ পিছপা হয়ে যাবে- তারা হবে ফাসেক।"[১]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো (১) আয়াতের ইবারাতুন নস-এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, অন্যান্য নবীগণ থেকে আল্লাহ তায়ালা অঙ্গীকার আদায় করেছিলেন। (২) দালালাতুন নস- এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সমস্ত নবীগণ সেদিন মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। (৩) ইশারাতুন নস- এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মূলত ঐ মাহফিলটি নবীজীর আগমনী বা মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মাহফিল ছিল। (৪) ইক্বতেজাউন নস- এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ঐ সময় সমস্ত নবীগণ ক্বিয়াম অবস্থায় ছিলেন। কারণ ঐ দরবারে বসার কোন অবকাশ নেই এবং পরিবেশটিও ছিল আদবের।

আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে- এই আয়াতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন 'মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ নবীজীর আগমন সম্পর্কে রোজ আজলের মধ্যে সমস্ত নবীগণকে উপস্থিত রেখে আলোচনা করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন প্রিয় আল্লাহর রাসূল, তাঁর সাথে মানুষের তুলনা হবেতো দূরের কথা, অন্য কোনো নবীর ও তুলনা হয়না। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নবীদের নিকট দুটি হুশিয়ারী বাণী প্রদান করেছেন। যথা- (১) আমার বন্ধুর উপর ঈমান আনতে হবে। (২) আমার বন্ধুকে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।

মানুষ যখন কোনো নেয়ামত ও রহমত প্রাপ্ত হয় তখন তার জন্য আনন্দ উৎসব করা তার স্বভাবগত কাজ, আর আল্লাহর নির্দেশও তাই। যেমন- পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ . قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

অর্থাৎ- হে মানবকুল তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং অন্তর সমূহের বিশুদ্ধতা, হেদায়াত এবং রহমত ঈমানদারদের জন্য। হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বলুন! আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া প্রাপ্তিতে তারা যেন আনন্দ প্রকাশ করে। এটা তাদের সমস্ত ধন দৌলত সঞ্চয় করা অপেক্ষা শ্রেয়।[২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'আদ দুররুল মুনছুর' এ উল্লেখ করেন-

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ আয়াতের তাফসীরে বলেন এখানে আল্লাহর অনুগ্রহ (ফাদ্বলুল্লাহ) দ্বারা ইলমে দ্বীন বুঝানো হয়েছে। আর (রহমত) দ্বারা সরকারে দু'আলম নূরে মোজাচ্ছম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, (ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন) অর্থাৎ হে হাবীব আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত করেই প্রেরণ করেছি।"[৩]

সামান্য জাগতিক নিয়ামত লাভ করলে তজ্জন্য ঈদ উৎসব করার সরাসরি উদাহরণ আমরা পবিত্র কুরআন মাজীদে দেখতে পাই। যেমন- **قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ**

১ সূরা আল-ইমরান ৮১-৮২ নং আয়াত।

২ সূরা ইউনুছ, আয়াত নং- ৫৭-৫৮।

৩ সূরা আম্বিয়া আয়াত নং- ১০৭, তাফসীরে রুহুল মায়ানী, তাফসীরে কবির ও ইমাম সূয়ূতী (রহঃ) কৃত তাফসীরই আদ দুররুল মুনছুর, ৪র্থ খন্ড- ৩৬ পৃষ্ঠায় ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

"মরিয়ম তনয় ঈসা আলাইহিস সালাম আরয করলেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের রব, আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা খাদ্য খাঞ্চা অবতরণ করুন যা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী সকলের জন্য ঈদ হবে এবং আপনারই নিদর্শন হবে, সুতরাং আমাদেরকে রিযিক দান করুন। আর আপনিই তো হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিক দাতা।"[১]

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে খাঞ্চাভরা খাদ্য আসলে তা যদি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষায় পূর্ব ও পরবর্তী সকলের জন্য আনন্দ, উৎসবের কারণ ও আল্লাহর নিদর্শন হয়, তাহলে সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম সত্ত্বা, রহমতের ভান্ডার, প্রিয় নবী আকাও মাওলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মত মহান নিয়ামতের শুভাগমনের দিন কতইনা মর্যাদাবান, গুরুত্বপূর্ণও আনন্দের দিন বা মাস তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

এ পৃথিবীতে যত নেয়ামত রয়েছে বা এসেছে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম। আল্লাহর এ নেয়ামত ও আনুগ্রহকে কেন্দ্র করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও আনন্দ করার নির্দিশ স্বয়ং রাব্বুল আলামীন নিজে দিয়েছেন।

যেমন এরশাল হচ্ছেঃ- قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَا خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ "হে রাসুল আপনি বলুন আল্লাহর দয়া ও রহমতকে কেন্দ্র করে তারা যেন আনন্দ করে এবং এটা হবে তাদের অর্জিত সকল কর্মফলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।"[২]

উল্লেখ্য যে, নবীজীর শুভাগমনের চাইতে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত এবং দয়া বিশ্ববাসীর জন্য আর কি হতে পারে? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-وما ارسلنك إلا رحمة للعالمين "হে রাসূল, নিশ্চই আমি আপনাকে জগতসমুহের রহমত করেই প্রেরণ করেছি।"[৩]

১ সূরা মায়েদা, আয়াত নং- ১১৪।
২ সুরা ঈউনূছঃ আয়াত-৫৮।
৩ সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত-১০৭।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা পেলে তা যদি ঈসা (আঃ) এর ভাষায় সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আনন্দোৎসবের কারণ হয় তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত মহান নেয়ামতে আগমন দিবস কতই না মর্যাদাবান, গুরুত্ববহ ও আনন্দের তা সহজেই অনুমেয়।

পবিত্র হাদিস শরীফের আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

পবিত্র হাদিসের মধ্যে ও ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের বৈধতার প্রমান পাওয়া যায়। তন্মধ্য হতে কয়েকটি হাদীস হতে একটি হাদীস শরীফ হচ্ছে-

عن ابن عباس رضي الله عنه ،كان يحدث ذات يوم في بيته وقائع و لاد ته بقوم فيبشرون ويحمدون إذا جاء النبي صلي الله عليه و سلم و قال حلت لكم شفاعتي.

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু হইতে বর্ণিত, একদিন হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কিছু লোক নিয়ে নিজ গৃহে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মকালীন ঘটনাবলী বর্ণনা করছিলেন এবং তাঁর প্রশংসাবলী আলোচনা করে দুরুদ ও সালাম পেশ করছিলেন। ইত্যবসরে প্রিয়নবী হাজির হয়ে এ আবস্থা দেখে বললেন, তোমাদের জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হয়ে গেল।[৪]

সুতরাং প্রমানিত হল, মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন দ্বারা রাসূলে পাকের শাফায়াত নসীব হয়।

মিলাদ পালন করেছেন নবীজি নিজেই -

عَنْ اَبِى قَتَادَةَ الاَنْصَارِى رَضِى اللهُ عَنهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِ ثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ بُعِثْتُ وأُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهِ–

অর্থাৎ হযরত আবু কাতাদা রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্নিত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামার দরবারে আরজ করা হলো তিনি প্রতি সোমবার রোজা রাখেন কেন? উত্তরে নবীজি ইরশাদ করেন, এই দিনে আমি জন্ম গ্রহন করেছি, এই দিনেই

৪ ইবনে দাহইয়ার আত-তানবীর।

আমি প্রেরিত হয়েছি এবং এই দিনেই আমার উপর পবিত্র কুরআন নাযিল হয়।[১]

আরো মজার ব্যাপার হল আবুলাহাব একজন কাফের হওয়ার পরও নবীজীর জন্মেরর দিন খুশি হয়ে সে তার সংবাদ দাতা দাসী সুয়াইবাকে আযাদ করে দেওয়ার কারনে পরকালে কঠিন আযাবের ভিতরে ও প্রতি সোমবার তার আযাব হালকা করে দেওয়া হয়।

(উল্লেখ্য যে আবু লাহাবের ঘটনা সম্পর্কিত হাদিসটি আল্লামা ইবনে জাওযী, আল্লামা কুস্তালানী, আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন)।

সাহাবায়ে কেরামের মতে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজর মক্কি হায়তমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রনীত কিতাব আন ইন মাতুল কুবরা আলাল আলম ফী মাওলিদি উলদে আদম" এর মধ্যে কতিপয় হাদিস শরীফ পরিলক্ষিত হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী ও ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা:) বলেন- مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلَى قِرا ةَ مَوْلِدِ النَّبِىُّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيْقِى فِى الجَنَّةِ. "ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে যে কমপক্ষে এক দিরহাম খরচ করবে সে বেহেশতের মধ্যে আমার বন্ধু হবে।"

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَا الإِسْلَامُ যে মিলাদুন্নবীকে সম্মান করল সে যেন ইসলামকেই জিন্দা করল।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান বিন আফফান রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন -

مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلَى قِرأة مَوْلِدِ النَّبِىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَكَا نَّمَا شهد غَزْوَةِ بَدَر وَحُنَيْنُ.

যে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে কমপক্ষে এক দিরহাম খরচ করবে সে যেন বদর এবং হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহন করল।

চতুর্থ খলিফা হযরত আলি মুরতাদ্বারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- مَنْ عَظَّمَ مَوْ لِدِ النَّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِقرا ته لا يَخرج مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ بِالْاِيْمَانِ وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب "যে ব্যিক্ত মিলাদুন্নাবী সম্মান করবে তার বদৌলতে সে ঈমান ব্যতিরেকে দুনিয়া হতে বিদায় নেবে না এবং কোন হিসাব নিকাশ ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করবে।"

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

وَدَدتُ لَوْكَانَ لِى مِثل جَبَلٍ اُحِد ذهْبًا فَا نْفَقْتُهُ عَلَى قِرا ة مَوْلِدِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ আমার মন চায়, যদি আমার কাছে উহুদ পাহাড় পরিমান স্বর্ণ থাকত, তাহলে সব গুলো মিলাদুন্নবী পালনে খরচ করতাম।

হযরত জুনাঈদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাহি বলেন-

مَنْ حَضَرَ مَوْلِدِالنَّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَعَظَّمَ قدره فَقَد فَازَ بالاِيْمان.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী মাহফিলে উপস্থিত হয় এবং তার যথাযথ সম্মান করে তাহলে তার ঈমান সফল হয়েছে।

পবিত্র 'ঈদে মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করার উপকারিতা ঃ

'ঈদে মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপকারিতা সম্পর্কে বুঝার জন্য উপরোক্ত হাদীসই যথেষ্ট। এর জন্য সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করলে অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন- বেহেস্তে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর সাথী হওয়া, ইসলামকে জীবিত রাখা, বদর ও হোনাইনের মত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সমতুল্য নেকী অর্জন করা এবং পৃথিবী থেকে ঈমানের সাথে বিদায়ের নিশ্চয়তা ও বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করার মত সৌভাগ্য লাভ হয় এই 'মিলাদুন্নবীর মাহফিলে'। খোলাফায়ে রাশেদীনের অভিমত ও আমল আমাদের জন্য একটি শক্ত দলীল।

১ (সহীহ মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড, ৮১৯ পৃষ্ঠা, বায়হাকী: আহসানুল কুবরা, ৪র্থ খন্ড ২৮৬ পৃ: মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ৫ম খন্ড ২৯৭ পৃ: মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৪র্থ খন্ড ২৯৬পৃ: হিলিয়াতুল আউলিয়া ৯ম খন্ড ৫২ পৃ:)

'ঈদে মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপকারিতা সম্পর্কে জুরকানী শরীফে রয়েছে, যা আবু লাহাব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

অর্থাৎ- হযরত ছুয়ায়লি রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু এরশাদ করেন যে, যখন আবু লাহাব মারা যায় তার এক বছর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখি যে, সে বড়ই খারাপ অবস্থায় আছে এবং সে বলছিল, তোমাদের কাছ থেকে আসার পর আমার কোনো শান্তি নসীব হয়নি। হ্যাঁ এতটুকু অবশ্যই যে, প্রত্যেক সোমবার আমার আযাব হালকা করে দেয়া হয়। তা শুনে হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, এটি এ জন্যই যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার দিন দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন। আর ছোয়াইবা নাম্মী জনৈকা ক্রীতদাসী তাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আগমনের শুভ সংবাদ দিয়েছিল বিধায় সন্তুষ্ট চিত্তে আবু লাহাব তাকে আজাদ করে দিয়েছিল।[১]

উপরোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা আবুল খায়ের শামসুদ্দীন ইবনে জাজরী (রহঃ) বলেছেন- রাসূলে মক্ববুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বেলাদাতের রাত্রে তাঁর আগমনের সুসংবাদ শুনে খুশী হওয়ার কারণে যদি এমন জঘন্য কাফের যার বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআনে সূরা-লাহাব নাযিল করা হয়েছে, এমন কাফেরের শাস্তি যদি হালকা করা হয়, তাহলে একজন তাওহীদবাদী মুসলমান যদি তাঁর আগমণের তারিখে খুশী হয়ে সাধ্যমত সম্পদ ব্যয় করে, তাহলে প্রতিদানের অবস্থা কেমন হতে পারে? উনি বলেন- আমার জীবনের শপথ, নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এই হবে যে, আল্লাহ পাক তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহে জান্নাতুন নাঈমে প্রবেশ করাবেন।

আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে নাছির উপরোক্ত হাদিসের আলোকে নিজের ভাষ্য দিতে গিয়ে ছন্দ গাঁথা ভাষায় বলেছেন-

অর্থ- এমন জঘন্য কাফের যার দোষ বর্ণনায় এসেছে যে, তার হাত ধ্বংস হয়েছে, তার স্থায়ী নিবাস চির জাহান্নাম। আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আবির্ভাবে খুশী হয়ে সর্বদা সোমবার আসলে তার থেকে আজাব হালকা করা হয়, তবে কিরূপ ধারণা হতে পারে সে ব্যক্তির ব্যাপারে, যার জীবন আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বিষয়ে আনন্দিত ছিল এবং তাওহীদবাদী হয়ে ইন্তেকাল করেছে?

শেষকথাঃ উপরোক্ত কুরআন এবং হাদিস থেকে বুঝা যায় 'ঈদে মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন হচ্ছে জান্নাত পাওয়ার মাধ্যম এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল। তাই সাহাবায়ে কেরামের সাথে একমত পোষণ করে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাহফিল করা ঈমানদারদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন যেন মোনাফিকদের খপ্পর থেকে আমাদের ঈমানকে হেফাজত করেন। "আমীন" বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

১ ফাতহুল বারি ৯ম খন্ড ১১৮ পৃষ্ঠা, জুরকানী শরীফ ১ম খন্ড ২৬০ পৃষ্ঠা) হাদীসখানা আল্লামা বদরুদ্দিন আঈনি ও তার ওমদাতুল কারী শরহে ছহীহ বুখারীতে ২য় খন্ডের ২৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

আমিয়াপুরস্থ অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহ.)-এর মাজার শরীফ থেকে পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষ্যে জশনে জুলুছ

গত ০৪ জানুয়ারি সকাল ১০ ঘটিকায় আমিয়াপুরস্থ অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহ.)-এর মাজার শরীফ প্রঙ্গণ থেকে পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষ্যে জশনে জুলুছ (আনন্দ মিছিল) বের করা হয়। জুলুছটির নেতৃত্ব প্রদান করেন- আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রা.) হাফেজিয়া মাদরাসার সুপার ও উক্ত মাজার শরীফের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ফারুক আহমদ। মাজার শরীফের সহ-সভাপতি আবদুস সাত্তার বেপারী, মোঃ সিরাজ মাস্টার, মোঃ সেলিম সরকার, যুগ্ম-সম্পাদক মোঃ ইউসুফ বেপারী, নাসির মোল্লা, যুবসেনার এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

‘উরস : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের একটি নিদর্শন

আ.ন.ম. ছাইফুল্লাহ

(عرس) ‘উরস এটি আরবী শব্দ। এক বচন, বহুবচনে (اعراس)আ’রস। শাব্দিক অর্থ (الزفاف والتزويج ووليتهما) যুফাফ বা বাসর রাত্রি যাপন করা, বিবাহ করানো, ওয়ালীমা, নিশ্চিন্তে- শান্তিতে রাত যাপন করা ইত্যাদি।[১] এখানে শেষের অর্থটি যথাযথ ও যথোপযুক্ত। কারণ আল্লাহর ওলীগণের আপন মাজারে নিশ্চিন্তে শান্তিতে অকুতোভয়ে ঘুমানো অর্থে উরস শব্দটির চয়ণ হয়েছ। সর্বাধিক হাদীস বর্ণানাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা‘য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হবে তখন তার কাছে মুনকার ও নাকীর নামক দুজন ফেরাস্তা আসবেন। তারা বলবেন, তুমি এ মহান ব্যক্তি সর্ম্পকে কী বিশ্বাস পোষণ করতে? (আল্লাহর রাসূলের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করা হবে, কারণ তিনি প্রত্যেক মৃতব্যক্তির কবরে উপস্থিত হবেন, যেহেতু তিনি হাজের ও নাজের। আর ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা)। অতঃপর সে উত্তর দিবে, তিনি আল্লাহর মাহবুব বান্দা ও রাসূল। অতপর ----ফেরেস্তারা তার উপর খুশি হয়ে বলবেন-نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ- অর্থাৎ এখন থেকে তুমি নব-দম্পত্তির ন্যায় এমন সুখের নিন্দ্রা যেতে থাকো, যে নিন্দ্রা হতে ঘনিষ্ঠ প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ জাগাবে না।[২] নব দম্পত্তির বাসরের রাত্রের নিন্দ্রাকে ’আরুস বলা হয়, যেহেতু এ রাত তাদের উভয়কে নিরবিচ্ছিন্ন নিন্দ্রার নিশ্চিয়তা দেয়া হয়, একে অপরকে বৈ তৃতীয় কোন পারসন তাদেরকে জাগ্রত করতে পারবে না, তাই রূপক অর্থে আল্লাহর মুত্তাকী মুমিন- ওলীগণ কবর জগতে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর শতভাগ নিশ্চয়তাদান কল্পে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরস শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রমানিত হল এটি সকল মাখলুকাতের মহান শিক্ষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেয়া নাম ও শব্দ। সুতারাং এটিকে ব্যঙ্গার্থে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভরে ব্যবহার করা যাবেনা। নচেৎ আল্লাহর হাবীবের সাথে বেয়াদবীর চূড়ান্ত নমুনা হবে। এই ’উরসের সাথে আল্লাহর ওলীর সম্পর্ক। কারণ ’উরস হয়ে থাকে তাঁদের যাঁরা বিরামহীন ইবাদত রিয়াযত ও সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছেন। আল্লাহও তাঁদেরকে ওলী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ان اولياءه إلا المتقون “শুধুমাত্র মুত্তাকীরাই আল্লাহর বন্ধু।”[৩] তিনি আরও বলেন -أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ “সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের না আছে কোন ভয় এবং তারা চিন্তিতও হবেন না।”[৪] আল্লাহর মহান এ ওলীগণ নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হয়ে থাকেন। তখন তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করা, তাঁদের প্রার্থনা কবুল করা এবং তাঁদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালিকাশক্তি মহানস্রষ্টার কুদরতি দায়িত্বে ও হেফাজতে হয়ে থাকে। আর তার নিশ্চয়তা স্বয়ং আল্লাহ তা‘য়ালা দিয়ে বলেন-

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ،

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রবতা রাখে (কথায়, কাজে, বিশ্বাসে, লিখনীতে) আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমার বান্দা নফল ইবাদত করতে করতে ক্রমাগত আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। ফলে আমি তাকে মুহাব্বত করি, আমি তাকে ভালবাসি ফলে আমি তাঁর কান হয়ে যাই, যে কান দিয়ে সে শুনে। আমি তাঁর চোখ হয়ে যাই, যে চোখ দিয়ে সে

১ মু’জামুল ওয়াসিত, পৃ ৫৯২(দিল্লি মুদ্রণ)। আল-কাউসার পৃ ২৩০ (মুদ্রণ, মদীনা প্রিন্টার্স, বাংলা বাজার)

২ মিশকাত: কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতি আযাবিল ক্বাবরি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পৃ.২৫; ইমাম তিরমিযি: আল জামি।

৩ সূরা ইউনূস: আয়াত-৬২।

৪ সূরা আনফাল:আয়াত ৩৪।

দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যে হাত দিয়ে সে ধরে, আমি তাঁর পা হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে চলে, অতপর যখন সে আমার কাছে কোন কিছু চায়, আমি অবশ্যই তাঁকে তা দিই।"[১] সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর ওলীগণের সকল আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ও মর্যাদার জন্য অত্র হাদীসে কুদসীই যথেষ্ট। আজকাল এক সম্প্রদায় আছে যারা আল্লাহর ওলীগণের ক্ষমতা ও মর্যাদা অস্বীকার করে। কটাক্ষ ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। মনে হয় যেন ওলীগণের সাথে তাদের দা কুমড়া সম্পর্ক। এদের বিরুদ্ধে আমাদের আলাদাভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই, স্বয়ং আল্লাহই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। দেখা যাবে হাসরের ময়দানে তারা কোথায় পালায়? সেদিন তাদেও কপালে ইঁদুর উঠবে। কারণ আল্লাহর বন্ধুদের সাথে যারা এমন আচরণ করবে তাদের পরিণতি তাই হবে। আরবীতে প্রবাদ আছে-

لزم الشر للشقاوة অর্থাৎ "দূর্ভাগ্য দূর্ভাগার জন্যই বরাদ্দ। আল্লাহর ওলীগণের প্রশংসা আর স্রষ্টা প্রদত্ত ক্ষমতার কথা বললেই তারা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। কুরআন হাদীসের অসংখ্য প্রমাণাদি তাদের চোখে পড়ে না। পড়বে কি করে। তারা তো চোখে প্রলেপ দিয়েছে। যার কারণে সবচেয়ে সাদা বস্তুটাকেও কালো দেখে। তাদের মন্দভাগ্য আর চোখের আবরণ বদলাবে কে? কানের পর্দা সরাবে কে? আল্লাহর ঘোষণা "তারা বধির, বোবা, অন্ধ, সুতরাং তারা ফিরে আসবেনা।"[২] তাদের অস্বীকার করা আর স্ববিরোধী ফতোয়া যেহেতু তাদের অনেকে কবর যিয়ারত করে, ঈসালে সাওয়াব করে মাঝার এ যায়, উরস-ফাতেহা করে তাব্বারুক বন্টন করে তাই তাদের ফতোয়া তাদের বেলায় প্রযোজ্য, কথায় আছে না! উপরে থুথু নিক্ষেপ করলে নিজের গায়ে পড়ে।) দিতেই থাকবে , আর আমাদের উরস-ফাতিহা করা, আল্লাহর ওলীগণের মাঝার জিয়ারতে গিয়ে ফুয়ূজাত হাসিল করা, তাঁদেরকে ওয়াসীলা মানা, তাবারুক খাওয়ানো ও খাওয়া চলতেই থাকবে শরীয়ত সম্মত ভাবে। ইনশাআল্লাহ। এ সকল বৈধ, উত্তম ও সাওয়াবের কাজ করতে গিয়ে যত বাধাঁই আসুক না কেন ভালবাসা আর ভক্তির জোয়ারে সে বাঁধা বঙ্গোপসাগরে পাঠিয়ে দেবে অসংখ্য অগনিত ভক্ত অনুরক্ত। আমাদের এ সকল আল্লাহ- রাসুল কাজে যদি তাদের চুলকানিও ওঠে, তবে আমরা তাদের বেশি পরিমাণে কালো লম্বা বেগুণ খাওয়ার প্রেসক্রিপশন ছাড়া আর কী বা দিতে পারি। আজ আল্লাহর ওলীগণের 'উরস করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম পরিচায়ক ও নিদর্শনে পরিণত হয়েছে। ভারত উপমহাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে আউলিয়ায়ে কেরামের ওফাৎ দিবসে 'উরস পালিত হয়ে আসছে। যার মাধ্যমে অগণিত মুসলিমরা আল্লাহর ওলীগণের মাধ্যমে আল্লাহ-রাসুলের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করে। নিজেদের বিগত কছুরের জন্য অনুগত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও ভবিষ্যতে নেক আমলের মাধ্যমে সুন্দর জীবন গড়ার প্রতিশ্রবতি দিয়ে থাকে। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার আমলে পাওয়া যায় যে, তাঁরা প্রতি বৎসরান্তে উহুদের শহীদগণের মাঝারে গমন করতেন। যেমন হাদীসে এসেছে- **عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – انه كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ بِأُحُدٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ هكذا كانوا يفعلون.**

"অর্থাৎ ইবনে আবী সায়বা রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বৎসরান্তে উহুদের শহীদগণের মাঝারে গমন করতেন, অতপর বলতেন, তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের অসীম ধৈয্যের বিনিময়ে, আর পরকালের নীড় কতইনা উত্তম শান্তি দায়ক। চার খলিফাগণ তাঁদের খিলাফতকালেও এমনিভাবে যিয়ারত করতেন।"[৩] উক্ত হাদীস ও খলিফার আমল দ্বারা প্রমাণিত হল- বৎসারান্তে আপনজন, ওলীগণের মাঝারে সম্মিলিত যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করা উত্তম কাজ ও সুন্নত ও বটে। আমাদের দেশের প্রচলিত 'উরস, মৃত্যু বার্ষিকী উক্ত

১ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, সহীহ (বুখারী শরীফ), ২য় খন্ড, পৃ ৯৬৩; মিশকাত শরীফ ,পৃ ১৯৭।

২ সূরা বাকারা, আয়াত ১৮ (অনুবাদ: কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান আল্লামা এম এ মন্নান)।

৩ ফতোয়ায়ে শামী: ১ম খন্ড, অধ্যায় :যিয়ারাতুল কুবুর; তাফসীরে কবীর, তাফসীরে দুররে মানসুর।

হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। যারা এর বিরোধী, তারা প্রকৃত পক্ষে হাদীসে রাসূলেরই বিরোধী। অন্যদিকে উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ আব্দুল আযীয রাহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি ফতোয়া প্রদান করেন যে, "'উরস উপলক্ষে অনেক লোক একত্রিত হয়ে কুরআন শরীফ খতম করে, খানা/শিরনীতে ফাতেহা পাঠ করে জনগনের মাঝে বন্টন করে দেয়ার নাম উরস। এতে ওলামায়ে কেরাম ও অলীগণের ইজমা রয়েছে এবং এটা উত্তম কাজ।[১] আমি পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে, এদের তথা 'উরস বিরোধীদের মুরাব্বীরাই 'উরস করেছেন এবং এর পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন, যাকে স্ববিরোধী বলেছিলাম। যেমন- দেওবন্দের আলেম রশিদ আহমদ গাঙ্গুগী ও আশরাফ আলী থানবী সাহেবদ্বয়ের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কীরাহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি বলেন, এই বিষয়ে ('উরস) অধমের (ইমদাদুল্লাহ) নীতি হচ্ছে "প্রতি বৎসর স্বীয় পীর-মুরশীদের রুহ মোবারকে ইছালে সাওয়াব করে থাকি। প্রথমে কুরআন খানী অনুষ্ঠিত হয় এবং সময় সঙ্কুলান হলে কখনও কখনও মীলাদ শরীফও পাঠ করা হয়। অতপর উপস্থিতকৃত খানা সবার মাঝে পরিবেশন করে এর সাওয়াব বখশিশ করে দেয়া হয়।[২] সম্মানিত পাঠক! দেখুন তাদের মুরব্বী আর পীরের আমল নীতি কী। আর তাদের অনুসারীদের বিশ্বাস ও বক্তব্য কী? ইহাকেই বলে, বাপ বেটার মুষ্ঠি যুদ্ধ। এরা যারা 'উরসের যাবতীয় বৈধ প্রসঙ্গ নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস তুলছে হরহামিশা, তাদের উচিত কবর থেকে তুলে তাদের মুরব্বীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করানো তবেই অন্যের সংশোধন। তারা তা পারবেনা, কারণ তিনি (ইমদাদুল্লাহ) অন্তত সঠিক নীতিই অবলম্বন করেছিলেন। তাদের আরেক গুরুচন্ডালী ইসমাঈল দেহলভীও 'উরস সম্পর্কে বলেন- "মূল 'উরস শরীফ জায়েজ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।"[৩] দেখুন! তাদের এ মুরব্বীও 'উরস জায়েজ বলেছেন। কিন্তু আফসোস! তারা এগুলো দেখেনা কিংবা দেখেও গোপন করে রাখে। মূলত তাদের অভ্যাস হচ্ছে ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের মত। ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানরা তাওরাত-যাবুরে আমাদের নবীর নাম ও প্রশংসা পেলে হাত দিয়ে ঢেকে রাখত নেই বলে অস্বীকার করত। এদের হালও তাই। এজন্য আরবীতে প্রবাদ আছে-"প্রত্যেক বস্তু তার মূলের দিকে ধাবিত হয়।" চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বলে- "জাতে জাত টানে, কেঁয়ারায় গাত (গর্ত) টানে।" তবে 'উরস পালনে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, খাল কেটে কুমির আনার মত অবস্থা যেন আমাদের না হয়। কারণ আজকাল প্রত্যেক বিষয়ই সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল, বাস্তব- অবাস্তব, নিরেট-বানোয়াট, সাধু-অসাধুর মিশ্রণ রয়েছে। বরহক সত্য সিলসিলার হক্কানী দরবার ভিত্তিক ওলী-বুজুর্গ যেমন অসংখ্য তেমনি ভন্ড-বাতিল পীরের দরবারও নেহায়াত কম নয়। এই সংমিশ্রনের কুফলে বাতিল-ভন্ড পীরেরা শরীয়ত বিরোধী অনেক ভন্ডামী করে থাকে,যা আমাদের কুলষিত করে। তাই তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে তাদের থেকে আমাদের যোজন-যোজন দূরে থাকতে হবে। আবার অনেক হক্কানী দরবারও আছে, যেখানে আমাদের সিরিফ অসর্থকতা, অবহেলা, নজরদারির অভাব এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার স্বল্পতায় পুরুষ-নারীতে অবাধ চলাফেরা হয়ে থাকে। এক শ্রেণীর যুবক-যুবতীরা এ সুযোগে শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। হক্কানী দরবার ও পীর মাশায়েখদের ফরয দায়িত্ব এ বিষয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টি দেয়া এবং দরবার, 'উরস ও সুন্নী মতাদর্শে প্রশ্নমুক্ত রাখা। যাতে যথাযথভাবে ধর্মীয় ভাব গম্ভীর্যপূর্ণভাবে 'উরস পালিত হয়, তা নিশ্চিত করা। তবেই 'উরসের স্বার্থকতা ও আমাদের সফলতা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর হাবীবের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসীলায় ওলীগণের সুহবতে থাকার মাধ্যমে জাগতিক-পারলৌকিক উভয় জগতের কামিয়াবি অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমিন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন। আল্লামা শাহ মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর ভাষায়-

گرتو خوا ہی ہم نشینی باخدا
او نشینی در حضور او لیاء-

"যদি তুমি চাও আল্লাহর সান্নিধ্যে বসতে, তবে বস তুমি আউলিয়ায়ে কেরামের দরবারে।"

১ শাহ আব্দুল আযীয ইবন ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি: ফতোয়ায়ে আযিযিয়া পৃ.৪৫; সূত্র:অধ্যৰ এম এ জলিল, আহকামল মাঝার পৃ১৯-২০।

২ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির, মক্কী, ফয়সালা হাফত মাসয়ালা; সূত্র: অধ্যৰ হাফিজ এম এ জলিল রাহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি আহকামুল মাঝার পৃ.২১।

৩ ইসমাঈল দেহলভী: সীরাতে মুস্তাকিম পৃ ৫৮ (উর্দু সংস্করণ); সূত্র: অধ্যৰ হাফিজ এম এ জলিল, আহকামুল মাঝার পৃ.২৪।

“অপেক্ষা”

মুহাম্মদ আবু ইউসুফ

হাসান, শাহেদ, মামুন আর আমি। একই গ্রাম; কিন্তু চার পাড়ায় চার জনের ঘর। পঞ্চম পর্যন্ত একসাথে পড়াশোনা। তারপর হাসান ভর্তি হলো আলিয়া মাদ্‌রাসায়, আর শাহেদ ভর্তি হলো একটি বেসরকারি মাদ্‌রাসায়। স্কুলে থেকে গেলাম মামুন আর আমি। হাসানের মাদ্‌রাসার কারিকুলাম অনেকটা স্কুলের মতই আর শাহেদের মাদ্‌রাসায় হাই বেঞ্চ বলতে কিছুই ছিলো না, তারা পড়াশোনা করত মেঝেতে বসে বসে। ওখানেই পড়াশোনা, ওখানেই খাবার-দাবার, ওখানেই ঘুম।

আমি আর মামুন মাঝে মাঝে আমাদের নতুন দুই হুজুর বন্ধুকে দেখতে যেতাম। ওদের আরবি গ্রামারের পড়াগুলো শুনতে বেশ মজার লাগত। এ যেমন- ফায়ালা, ফায়ালা.....ফায়ালু, ফায়ালাত, ফায়ালাতা, ফায়ালনা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ, সপ্তম পার হয়ে অষ্টমে উঠি আমরা। আগের মতো চার বন্ধুর আড্ডাটা এখন আর জমেনা। আমাদের দুই হুজুর বন্ধু হাসান আর শাহেদ একত্রে দেখা হলেই রীতিমত পরস্পর ঝগড়া শুরু করে দিতো। এটা জায়েজ; ওটা নাজায়েজ! এটা বৈধ; ওটা বিদআত ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে মনে ভাবতাম মাদরাসায় যায় মানুষ হুজুর হতে; আর ওরা দেখি দু'বছর না যেতেই ঝগড়া-ঝাটি শুরু করে দিল। বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামের মতই আমাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অলি-আউলিয়ার ভক্ত। গ্রামে শত শত বছরের ঐতিহ্য ধরে বিভিন্ন পীরের বিভিন্ন ভক্ত-মুরিদান আছেন। কেউ সিরিকোট দরবার শরীফের মুরিদ, কেউ শাহপুরের মুরিদ, কেউ কালিয়াপুর দরবার শরীফের মুরিদ, কেউ রেজভিয়া দরবারের মুরিদ। কিন্তু আলাদা আলাদা পীরের মুরিদ হলেও মিলাদ-ক্বিয়াম, মাহফিল, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেন। আজানের পূর্বে গ্রামের সবগুলো মসজিদের মাইক থেকে ভেসে আসে দরূদ শরীফ এর সূর।

স্কুল, কলেজের গন্ডি পেরিয়ে আমি এলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। মামুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর হাসান ও শাহেদ এখন অনেক বড় হুজুর।

এদিকে হাসান আর শাহেদের ধর্ম নিয়ে বাদানুবাদ বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ির পর্যায়ে চলে গেলো। আমরা স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ছাত্ররা ধর্মের অত ফাঁক ফোকর বুঝিনা। আমাদেরকে যে যেমনটি বুঝায়; তেমনটিই বুঝি, সেটিই লুপে নেই, সেটিই গ্রহণ করি। আমি আর মামুন স্কুলের মাঠে বসে আছি। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে শাহেদ এসেই সামনাসামনি বসে বলা শুরু করলো-

- দোস্ত! শোন্, তোরা আমার ছোট বেলার বন্ধু। হাসানটাতো একদম গোমরাহ হয়ে গেলোরে!
- সমস্বরে আমরা বললাম কী হলো হাসানের!
- কী আর হবে! যতো সব বেদাতি কাজ কারবার! সে নাকি ঈদে মিলাদুন্নবীর মাহফিল করবে!
- আমি বললাম ঃ তো মাহফিল করলে খারাফের কী?
- খারাফ মানে! সম্পূর্ণ বিদআত। ঈদে মিলাদুন্নবী বলতে কিছু নেই। এটা ঈদ হকে কেন? মুসলমানের ঈদ দুটো। একটি ঈদুল ফিতর, অপরটি ঈদুল আযহা। এর বাইরে কোনো ঈদ পালন করা বিদআত, হারাম। আমি পরে আবার তোদের সাথে কথা বলবো। এ কথা বলে শাহেদ লাল রুমালটা কাঁধে নিয়ে ওদের বাড়ির দিকে চলে গেলো।
- আমাদের দু'জনকে অবাক করে তখনই শাহেদের ছোট বেলার পরম বন্ধু, বর্তমানের চরম শত্রব হাসান আমাদেরকে সালাম দিয়ে পাশে বসলো। ওর হাতে একটি সবুজ রশিদ বই। কথা শুরু করলো হাসান-
- দোস্ত তোরা তো দু'জন দুই শহরে থাকিস। সব সময় তোদেরকে কাছে পাইনা। দে ভাই; নবীর মাহফিলে কত দিবি দে, শরীক হ!
- মামুন বললোঃ কীসের মাহফিল?
- আরে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল।
- ঈদে মিলাদুন্নবী আবার কি? আমাদের ঈদ তো দু'টো। বকরা ঈদ আর রোযার ঈদ!! মিলাদুন্নবী আবার কেমন ঈদ! এ আবার কীসের ঈদ?

মামুনের অমন কথায় হাসানের মুখটা কালো হয়ে গেলো। নিজেকে সামলে নিয়ে আমাদের দু'জনকে দারুনভাবে নসিহত করা শুরু করলো।

ঃ দোস্ত! আমার মনে হয় শাহেদ তোদেরকে উল্টাপাল্টা কিছু বুঝিয়েছে। ওর কথায় কান দিবিনে। ঈমান হারাবি, মরনে কালোমা মুখে আসবে না। সাবধান!

ঃ তাহলে শাহেদ যে বলল- ঈদ দুটো।

ঃ আরে ওতো একটা নবীর দুশমন! দরূদ শরীফ পড়ে না। আজান দিয়ে হাত তোলে দোয়া করে না, কবর যিয়ারত করে না, ফরয নামাজের সালাম ফিরিয়ে মুনাজাত করে না। আযানের আগে দরূদ শুনলে তার গায়ে আগুন জ্বলা শুরু হয়। আরো কতো কি!! দোস্ত! তোরা দু'জন দেশের সেরা দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আচ্ছা আমরা আল্লাহর পরে কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবো?

ঃ কেনো অবশ্যই আমাদের নবীকে!

ঃ ধন্যবাদ ভাই তোদেরকে। দেখ দোস্ত! ঈদ মানে খুশি। যেদিন আমাদের নবী দুনিয়াতে এলেন, সেদিনটি কি ঈদের দিন, খুশির দিন হতে পারে না!!

ঃ পারে না মানে! হাজার কোটিবার নবীর আগমনের দিন ঈদের দিন, খুশির দিন! (মামুন বলল)।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ্! কথাটি তো বুঝতে পারলি ভাই! আসলে নবীর প্রেম বুঝার জন্য আলেম হতে হয় না; বিবেক থাকলেই হলো। আসল কথা হলো- আমাদের নবীর উছিলায় আল্লাহ্ তা'য়ালা সারা বিশ্ব বানালো, সব কিছু বানালো। নবীর আগমনের কারণে সকল জুলুম বন্ধ হলো। কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর দেয়া বন্ধ হলো। নবী দুনিয়াতে এলেন, তাই আমরা কুরআন পেলাম, হাদীস পেলাম, মসজিদ পেলাম, মাদ্‌রাসা পেলাম, নামায পেলাম, রোযা পেলাম, রোযার ঈদ পেলাম, হজ্ব পেলাম, কুরবানী পেলাম, কুরবানীর ঈদ পেলাম, যাকাত দেয়ার বিধান পেলাম, ইসলাম ধর্ম পেলাম, কুরআন পেলাম। তাহলে এতো সব কিছু পাওয়ার দরজা খুলেছে নবীর আগমনের কারণেই। বারই রবিউল আউয়ালে নবীর আগমনের মাধ্যমেই আমরা এতো বিধি-বিধান, এমন সুন্দর জীবন-ধর্ম পেলাম।

ঃ মামুন তুই ঢাকা ভার্সিটির ছাত্র। মাহবুব! তুই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তোরা মেধাবী! এবার তোরাই বিচার করে বল্- বারই রবিউল আউয়াল ঈদের দিন হতে পারে কিনা? এ দিনকে ঈদের দিন বলা যায় কীনা?

ঃ মামুন বললোঃ ১২ই রবিউল আউয়ালকে আমি শুধু ঈদের দিন বলবো না; আমি বরং এ দিনকে সকল ঈদের বাবা বলবো। সকল ঈদের সেরা ঈদ বলবো। ছিঃ ছিঃ নবীর আগমনের দিন আমরা খুশি না হইয়া মুখ কালো করে ঘরে বইসা থাকলে কেমন মুসলমানরে! তাহলে তো আমরা চরম অকৃতজ্ঞ হয়ে যাবোরে!!

ঃ হাসানের বক্তব্য শুনে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহান তাৎপর্য আমরা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারলাম। মামুন তো রীতিমত শাহেদকে একটা গালি দিয়ে বসলো।

ঃ সবুজ রশিদ বইটা হাসানের হাতে দিয়ে মামুন বললোঃ আমি রশিদ কাটবো না; আমি বরং তোর মাইক খরচ আর আপ্যায়ন খরচ একাই বহন করবো! ও আচ্ছা বক্তা কে কে আসবে! সেটা তো জানা হলো না।

ঃ রমজান মাসে 'চ্যানেল আই' এর 'কাফেলা' অনুষ্ঠান দেখেছিস্?

ঃ দেখেছি মানে! আমাদের সূর্য সেন হলের টিভি রুমে যথেষ্ট ভীড় হতো 'কাফেলা' দেখার জন্য।

ঃ আমাদের চবি (CU) 'সোহরাওয়ার্দী হলে' ও তাই হতো 'কাফেলা' দেখার জন্য!

ঃ হাসান বললোঃ সেই কাফেলা অনুষ্ঠানের নির্মাতা আল্লামা শায়খ নূরুল ইসলাম ফারুকী সাহেব আর বিটিভির ভাষ্যকার আল্লামা মুফতি বখতিয়ার উদ্দীন এবং তরুন উদীয়মান বক্তা ইউসুফ বিন হানীফ আসবেন।

ঃ আল্লামা নূরুল ইসলাম ফারুকী সাহেবের আগমনের কথা শুনে মনটা ভরে গেলা। এলাকায় সাজ সাজ রব। সবাই প্রহর গুণছে, কখন আসবে মাহফিলের নির্দিষ্ট দিন। কখন আসবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর মাহফিলের আনন্দে রং ছড়াতো কাফেলার প্রাণ পুরুষ!

হায়াতুন নবি

মুহাম্মদ রবিউল আলম

প্রত্যেক প্রাণির জন্য মৃত্যু অনিবার্য। তাই মানুষের জন্যও মৃত্যু অনিবার্য ; কিন্তু মানুষের মৃত্যুও পর তার আত্মাকে আল্লাহ তায়ালা পুনরায় জীবিত করে দেন,যাতে সৎব্যক্তি হলে নিয়ামত ভোগ করতে পারেন আর অসৎব্যক্তি হলে শাস্তি পায়। আর নবিগণ,শহিদগণ এবং আউলিয়ায়ে কিরাম যেহেতু সাধারণ মানুষ নন,সেহেতু তাঁরা কবরে স্বশরীরে জীবিত রয়েছেন।এ বিষয়ে অসংখ্য সহিহ হাদিস শরিফ রয়েছে। শুধু এ বিষয়ের হাদিস শরিফের উপর ইমাম সুয়ূতি,ইমাম বায়হাক্বিসহ অনেকে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-[১]

"أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا" قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: "وَبَعْدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ"، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ

"তোমরা জুমার দিনে আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরিফ পাঠ করো। কেননা এগুলো (আমার নিকট) ফেরেশতাগণ উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় যখন কেউ আমার প্রতি দরূদ শরিফ পাঠ করে,তা আমার নিকট পেশ করা হয় তা থেকে বিরত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। বর্ণনাকারী (হযরত আবুদ্দারদা রাদ্বিয়াল্লুঅহু তায়ালা আনহু) বলেন,আমি আরজ করলাম,ওফাতের পরও ? তদুত্তরে রাসূলে করিম ইরশাদ করেছেন-ওফাতের পরও। (কেননা) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মাটির জন্য নবিগণের শরীর মোবারক ভক্ষণ করাকে হারাম করেছেন। সুতরাং আল্লাহর নবিগণ জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত।"

রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-[২]

الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون। "নবিগণ তাঁদের কবরের মধ্যে জীবিত অবস্থায় নামায পড়তে থাকেন।"এ হাদিস শরিফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,সকল নবি-রাসূল স্বীয় কবরে জীবিত থাকেন আর আমাদের নবিজি হলেন সকল নবি-রাসূলের শিরোমণি। সুতারাং তিনি কিভাবে 'হায়াতুন নবি 'হবেন না ? অবশ্যই তিনি হায়াতুন নবি। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট দেওবন্দি মুহাদ্দিস আনোয়ার শাহ কাশমীরি সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সংক্ষেপে তার সারমর্ম হলো এই- উল্লিখিত হাদিসে বর্ণিত الأنبياءأحياء দ্বারা শুধুমাত্র রুহ জীবিত থাকাকে বুঝায়নি;বরং স্বশরীরে জীবিত থাকাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ মুমিন-কাফের প্রত্যেকের রুহই জীবিত থাকে। নবিগণ পার্থিব ব্যক্তিদের মত নামায,হজ্ব ইত্যাদি সৎকর্ম পালন করে থাকেন। অনুরূপভাবে তাঁদের অনুসারীরাও আপন আপন মর্যাদা অনুপাতে কবরে জীবিত রয়েছেন। তবে নবিগণের হায়াত সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ ।[৩] ইমাম সুয়ূতি আলাইহির রাহমাহ বলেন-"রাসূলে করিম স্বীয় রওজা শরিফে জীবিত রয়েছেন এবং তিনি আযান ও ইকামতসহ নামাজ আদায় করেন। সকল আম্বিয়ে কিরামের অবস্থাও অনুরূপ। এ কারণে বলা হয় রাসূলে করিমের স্ত্রীগণের ওপর কোন ইদ্দতে ওফাত নেই।"[৪]

১ ইমাম ইবন মাজাহ, আস-সুনান (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর), খ.১,পৃ.৫২৪।

২ ইমাম বায্যার,আল-মুসনাদ,(মদিনা শরিফ : মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম,১ম সংস্করণ,১৯৮৮ ইং), খ.১৩, পৃ.২৯৯; ইমাম আবু ইয়ালা,আল-মুসনাদ (দামেস্ক : দারুল মামুন লিত্ তুরাছ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪ ইং), খ.৬, পৃ.১৪৭; ইমাম ইবন হাজর আসকালানি, আত-তালখিসুল হাবির, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,১ম সংস্করণ,১৪২৯ হি.) খ.৬, পৃ.৪৮৭; ইমাম বায়হাকি, হায়াতুল আম্বিয়া (মদিনা শরিফ : মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ ইং), পৃ.৭৪।

৩ আনোযার শাহ কাশমীরি, ফয়জুল বারি (বৈরুত : দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ ইং), খ.২,পৃ.৮৯।

৪ ইমাম সুয়ূতি, আনমুজাজুল লবিব, (জিদ্দা), ৩ য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি.), পৃ.২৩০।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যে,আপন আপন মাযার শরিফে আজান-ইকামতসহ নামাজ আদায় করেন,তার বাস্তব প্রমাণ নিম্নে পেশকৃত ঘটনাটি।যেমন ইয়াজিদ বাহিনীর মদিনা শরিফ আক্রমণকালীন সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত সায়িদ ইবনুল মুসায়্যিাব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনদিন পর্যন্ত মসজিদে নববিতে আজান,ইক্বামত ও জামাত হয়নি। কিন্তু যখন নামাজের সময় হতো তখন রওজা শরিফ থেকে যথারীতি আজান ও ইকামতের শব্দ শুনতে পেতাম। এভাবে আমি তিনদিন আজান ও ইকামত শুনে নামাজ আদায় করেছি। ইয়াযিদ বাহিনী আমাকে দেখে বলত,এ পাগল বৃদ্ধটির দিকে তাকাও।[১] অর্থাৎ তারা তাঁকে পাগল মনে করত। অন্যথায় তিনিও হত্যার শিকার হতেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া বলেন, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা আউলিয়ায়ে কিরামের রওজা শরিফ থেকে আগত সালামের জওয়াব অনেক সম্প্রদায় শুনেছেন যেভাবে হযরত সায়িদ বিন মুসায়্যিাব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা শরিফ থেকে আজানের আওয়াজ শুনেছেন। এ ধরনের ঘটনাগুলো সত্য ও মর্যাদাপূর্ণ।[২]রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন-[৩]

مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ، وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي

"আমাকে যে স্বপ্নে দেখল,সে অতিসত্বর জাগ্রত অবস্থায়ও দেখবে। শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।" এ হাদিসের ব্যাখ্যায় সহিহ বুখারি শরিফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা ইবন্ বাত্তাল বলেন,যিনি রাসূলে করিমকে স্বপ্নে দেখবেন,তিনি তাঁকে পার্থিব জীবনে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেয়ে সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে। এখানে রাসূলে করিমকে কিয়ামত দিবসে জাগ্রত অবস্থায় দেখা উদ্দেশ্য নয় (যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন); কেননা তখন তাঁকে সকল উম্মতে মুহাম্মদি দেখতে পাবে,যারা পার্থিব জীবনে তাঁকে স্বপ্নেও দেখেনি।"[৪] এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতি আলাইহির রাহমাহ বলেন,অনেক আইম্মায়ে কিরাম রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ওফাতের পর জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন । তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইমাম গাজ্জালি,কাযি ইবনুল আরবি,শাইখ ইজ্জুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম,ইবনু আবি জামরাহ,ইবনুল হাজ্ব,ইমাম ইয়াফি আলাইহিমুর রাহমাহ প্রমুখ।"[৫] ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার প্রাক্তন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ ফুরক্বান আলাইহির রাহমাও রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে মদিনা শরিফ জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পান এবং তিনি বললেন এটা রাসূলে করিমের হাদিসের বাস্তবতা।[৬]এর মাধ্যমে উল্লিখিত হাদিস শরিফের বাস্তবতা ও রাসূলে করিম ওফাতের পরও স্বশরীরে জীবিত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হল। তিনি আরো বলেন-'ওফাতের পর রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বশরীরে জীবিত অবস্থায় দেখা অসম্ভব নয়। কারণ তিনিসহ সকল নবি আলাইহিমুস সালাম জীবিত। ওফাতের পর তাঁদেরকে পুনঃরায় রুহসমূহ ফিরিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তাঁদেরকে রওজা শরিফ থেকে বের হবার এবং আসমান-জমীনে আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করার অনুমতি দেয়া হয়।[৭]

এর প্রমাণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা শোহাদায়ে কিরাম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-[১]

১ মুল্লা আলি ক্বারি,মিরকাত, (বৈরুত : দারুল ফিকর,১ম সংস্করণ,১৪২২ হি.),খ.৩, পৃ.১২২৪ ; ইমাম কাস্তালানি, আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়্যাহ, (কায়রো : আল-মাকতাবাতুত্ তাওফিকিয়্যাহ), খ.২,পৃ.৩৯২;ইমাম আবু নঈম ইসফাহানি, দালায়িলুন নবুয়্যাত,(বৈরুত : দারুর নাফাইস, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি.), খ.১ম, পৃ.৫৬৭; ইমাম সুয়ূতি, শরহুস সূদুর, (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি.),পৃ.২০৯।

২ ইবনে তাইমিয়া, ইক্বতিদ্বাউস সিরাতিল মুস্তাক্বিম, (বৈরুত ঃ দারু আলামিল কুতুব, ৭ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.), খ.২, পৃ.২৯৪।

৩ ইমাম বুখারি, (বৈরুত : দারু তুকিন নাজাহ্,১ম সংস্করণ, ১৪২২হি.) খ.৯,পৃ.৩৩।

৪ ইবন বাত্তাল, শরহু সহিহিল বুখারি, (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৩হি.), খ.৯, পৃ.৫২৭.

৫ ইমাম সুয়ূতি,আদ-দিবাজ শরহু মুসলিম, (সৌদি আরব : দারু ইবনে আফফান,১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি.), খ.৫,পৃ.২৮৬।

৬ মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অসিয়ত রহমানসহ সম্পাদনা পরিষদ, স্মারক আসলাফে জামেয়া, (চট্টগ্রাম, ২০০৭ ইং), পৃ.৪৩-৪৪।

৭ আল্লামা সফিরি,শরহুল বুখারি, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.),খ.২,পৃ.১৯০।

১ সূরা বাকারাহ,আয়াত নং:১৫৪।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

"যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়েছেন,তোমরা তাঁদেরকে মৃত বলো না,বরং তাঁরা জীবিত ;কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো না।"তিনি আরো ইরশাদ করেছেন-[১]

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়েছেন তাঁদেরকে তোমরা মৃত বলে ধারণাও করিও না,বরং তাঁরা জীবিত এবং তাঁদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁরা জীবিকাপ্রাপ্ত হন।"

এ আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে,শহিদগণ আপন আপন কবরে জীবিত রয়েছেন। রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শহিদ ছিলেন।এ প্রসঙ্গে খায়বারের ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য । ঘটনাটি হচ্ছে- খায়বার বিজয়ের পর যয়নাব বিনত্ হারিছ নামক এক ইয়াহুদি মহিলা বিষ মিশ্রিত একটি ভূনা ছাগল রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্যে উপহার পাঠালেন। তিনি যেহেতু হাদিয়া গ্রহণ করেন, সেহেতু ঐ ছাগলটি গ্রহণ করে সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে খেতে বসলেন।প্রথমে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাথে সাথে হযরত বিশর ইবনুল বারা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খেলেন। রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগলের মাংস সামান্য গ্রহণ করার পর সাথে সাথে ইরশাদ করলেন,'তোমরা কেউ এ মাংস খেয়ো না; কারণ এ মাংস আমাকে বলে দিয়েছে যে,সেটি বিষ মিশ্রিত।' কিন্তু রাসূলে কারিমের এ ইরশাদের আগেই হযরত বিশর ইবনুল বারা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মাংস খাবার কারণে শহিদ হন। অত:পর রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মহিলাকে ডেকে পাঠালেন এবং সে আসলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন-'তুমি খাবারে বিষ মিশ্রিত করেছো কেন? সে বললো-'আপনি সত্য নবি কিনা পরীক্ষা করার জন্যে আমি এ কাজ করেছি। কারণ আপনি সত্য নবি হলে আপনার কিছু হবে না। এটি আমার বিশ্বাস ছিল।' ঐ বিষ মিশ্রিত খাবারের কারণে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন শহিদ হননি;কিন্তু তিনি মাঝে মধ্যে ঐ বিষ ক্রিয়া অনুভব করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেছেন যে, রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত পূর্বকালীন অসুস্থ অবস্থায় ইরশাদ করতেন-'হে আয়েশা,'আমি খায়বারের বিষ মিশ্রিত খাবারের বিষ ক্রিয়া অনুভব করছি আর এ বিষের কারণেই আমি শেষ:নিশ্বাস ত্যাগ করবো।'অত:পর তিনি এ অসুস্থ অবস্থায়ই ওফাত লাভ করলেন।[২] এ ঘটনা উল্লেখ করে, আল্লামা মুনাভি, আল্লামা আলা উদ্দিন হাযিন, ইমাম বাগভি,আল্লামা সানাউল্লাহ পানি পথি,আল্লামা আবু ইসহাক্ব নিশাপুরি,আল্লামা ইবন্ আরাফাহ্ মালেকি আলাইহিমুর রাহমাহ্ প্রমুখ বলেছেন যে, রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বিষের মাধ্যমে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। (চলবে)

১ সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং: ১৬৯।

২. ইমাম বুখারি,আস-সহিহ, (বৈরুত : দারু তুকিন নাজাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২২হি.), খ.৬, পৃ.৯; ইমাম হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ১ম সংস্করণ, ১৪২৭হি.), খ.৩, পৃ.৫৮; ইমাম দারেমি, আল-মুসনাদ, (সৌদি আরব, দারুল্ মুগনি, ১ম সংস্করণ, ১৪২২হি.) খ.১ম, পৃ.২০৭।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার

নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড় " ১৩২/৩ আহমদবাগ,

রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪

ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

সালামান্তে

মোহাম্মদ আবদুর রব ও হুজুরের ভক্তবন্দ

অলি-আল্লাহদের সাথে সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম

– মোহাম্মদ আবুল হাশেম –

মাতৃত্বের সম্পর্কের কারণেই মায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্তান সম্পর্কের কারণে সৃষ্টি হয় মায়া ও মমতা। পিতৃত্বের সম্পর্ক মানুষকে পিতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। সম্পর্কের কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। আত্মীয়তার কারণে সৃষ্টি হয় সম্মান ও স্নেহ। কবির ভাষায় ঃ "মানুষ মানুষ হয় ব্যবহার গুণে, পরও আপন হয় স্নেহের বন্ধনে।" সম্পর্কের কারণেই তুচ্ছ জিনিষও অতি মূল্যবান বলে গণ্য হয়। বংশের সম্পর্ক মানুষের মূল পরিচয় বহন করে। সম্পর্কই অমানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা করে। জাতির পরিচয় বহন করে দেশ ও ধর্মে। জাতির কারণে ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম।

নবী ও রাসুলের সাথে সম্পর্কের কারণে নাম হয় উম্মত। অলি আল্লাহদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হলে মুরিদ ও সুফী হয়। তাই সম্পর্কের মর্যাদা অপরিসীম। আমরা সাধারণ মানুষ সব সময় চেষ্টা করি অলি-আল্লাহদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার। আমার মুর্শিদ ডঃ শেখ শাহজাদা আহম্মদ পেয়ারা বাগদাদী (রাঃ)-এর নিকট মুরিদ হওয়ার পরের জীবন আর মুরিদ হওয়ার পূর্বের জীবনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। বাগদাদী হুজুরের নিকট মুরিদ হয়ে ধীরে ধীরে এ দেশের বিখ্যাত অলি-আল্লাহদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যেমনিভাবে সম্পর্ক হয়েছিল উস্তাদুল ওলামা হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল (রঃ)-এর সাথে। গাউছুল আযম মসজিদে প্রতি শুক্রবার নামাজ পড়তে যেতে যেতে একদিন কথায় কথায় তিনি জানতে পারলেন যে, আমি ডঃ শেখ শাহজাদা আহম্মদ পেয়ারা বাগদাদী হুজুরের মুরিদ এবং আমি প্রিন্টিং ব্যবসা করি। তারপর থেকে হুজুরের খুব নিকটের লোক মনে করতাম নিজেকে। দেখা হলে হুজুরও খুব খুশি হতেন। হুজুর "পৃথিবীতে গাউছুল আযম একজন" নামে একটি কিতাব প্রিন্ট করার মনস্থ করলেন। আমাকে ডেকে পান্ডুলিপিটা হাতে দিয়ে কম্পোজ করার কথা বললেন। আমি সেই কথা অনুযায়ী কম্পোজ করে প্রিন্ট দিলাম। পরবর্তীতে হুজুর কিতাবটি "কেরামতে গাউছুল আযম" নামে মুদ্রণ করার মনস্থ করলেন। এই কিতাব থেকেই শুরু করলেন একটার পর একটা কিতাব লেখা। পরবর্তীতে "নূরুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" কিতাব-এর পান্ডুলিপি আমাকে দিলেন এবং মুদ্রণ কাজ সমাধা করলাম। এভাবে দু-একটা ছাড়া প্রায় সব কিতাবই আমার প্রতিষ্ঠানে মুদ্রণ করা হয়। এই কিতাব ছাপার মাধ্যমেই হুজুরের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে পৌঁছার সুভাগ্য হয়। এ সম্পর্কের সুবাধেই আখেরাত এবং দুনিয়ার অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করার সুভাগ্য লাভ করি।

হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল (রঃ) কে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। হুজুরের কিতাব মুদ্রণ করার সুবাধে আমার অফিসে প্রায়ই আসতেন। এমনকি বিভিন্ন সময়ে এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানেও আমাকে ফোন করে বাসায় নিয়ে যেতেন। খুব কাছে পেয়েছি সত্য-কিন্তু আসলে এতবড় মহৎ লোকের কাছে থেকেও জীবনে কিছু অর্জন করতে পেরেছি বলে কি মনে হয়? আমি হয়তো প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছি হুজুরকে ভালবাসার, তিনি আমায় কতটুকু গ্রহণ করেছেন জানিনা। আদৌ গ্রহণ করেছেন কি? হুজুরের সাথে আজমীর শরীফের ২১ দিনের সফর বার বার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমার জীবনে প্রথম আজমীর শরীফে খাজা গরীবে নেওয়াজের মাজার জিয়ারত। তারাগড় পাহাড়ে সেই ১৮০০ ফুট উপরে মীর হাসান কিং সাওয়ার (রঃ)-এর মাজার এবং আরো বহু অলির মাজার জিয়ারত মনের মধ্যে সারাক্ষণ অনুরণন সৃষ্টি করে। এছাড়া দিল্লীর মধ্যে হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রঃ), হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (রঃ)-এর মাজার শরীফসহ বহু অলির মাজার জিয়ারত করার সৌভাগ্য হয়েছে। পানিপথে হযরত বোয়ালী কলন্দর (রহঃ)-এর মাজার শরীফ জিয়ারত করার সৌভাগ্যও হুজুরের নিজবতের করণেই হয়েছে।

এছাড়াও আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা (রঃ)-এর মাজার জিয়ারতের সুভাগ্য লাভ হয়েছে হুজুরের সাহচর্যে থাকার কারণেই।

সমগ্র সৃষ্টির রহমত রাহমাতুল্লিল আলামীন দুনিয়ায় শুভাগমনের কারণে মক্কা শরীফ মর্যাদাবান হয়েছে। হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর সাথে সম্পর্কের কারণে বাগদাদ নগরী– বাগদাদ শরীফ নামে অভিহিত হয়েছে। হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে আজমীর শরীফ-এর মর্যাদা এত অধিক। হযরত শাহজালাল (রঃ) এবং হযরত শাহ পরান (রঃ) সহ ৩৬০ আউলিয়ার সাথে সম্পর্কের কারণে সিলেট নগরী পূণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। আজ হাজার হাজার লোক প্রতিদিন শাহজালাল (রঃ) ও শাহপরান (রঃ) সহ যত আউলিয়াগণ সিলেট শহরে শুয়ে আছেন তাঁদের মাজার জিয়ারত করতে যান।

হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মোবারকের সাথে সম্পর্কের কারণে মদিনা শরীফ আরশ মোয়াল্লার চেয়েও উত্তম হয়েছে। সোনার মদিনায় পরিণত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আশেকগণ মদিনার জন্য পাগল। মদিনার পবিত্র মাটি আশেকদের নিকট সবচাইতে খাঁটি। আশেকদের অন্তর সবসময় মদীনায় যাওয়ার জন্যে উদাসীন হয়ে থাকে। হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল (রঃ)ও নবীজীর এমন আশেক ছিলেন যে, বাতেল ফের্কার বিরুদ্ধে ইন্তেকালের পূর্ব দিন পর্যন্ত ওয়াজ-মাহফিল ও কলমী যুদ্ধ করে গেছেন।

আমরা যারা সাধারণ মানুষ সবসময় চেষ্টা করি অলি আল্লাহদের সাহচর্যে থাকার জন্যে। অলিদের নিজবতে থাকতে থাকতে একদিন নিজে অলি না হলেও অলির গোলামে পরিণত হওয়া যায়। আর অলিরা যদি গোলাম হিসেবে কবুল করে ন্যায় তা হলেইতো জীবন-মরণ সার্থক। নিজবত বা সম্পর্ক এমন একটা জিনিষ যা মানুষের জীবনকে বদলে দেয়। অলির নিজবতে থাকলে পাপআত্মা-পূণ্য আত্মায় পরিণত হয়। চলন-বলন হয়ে যায় আল্লাওয়ালার মতই। তাই সকল মানুষেরই প্রয়োজন হুজুরের মত অলি-আল্লাহর সাথে যুক্ত হওয়া। নশ্বর পৃথিবীতে এসে কি সঞ্চয় করতে পেরেছি আমরা! তার হিসেব মিলালে দেখা যাবে একেবারেই শূন্য। সুতরাং তাই সময় থাকতে সবাইকে আখেরাতের পুঁজি সঞ্চয় করা একান্ত দরকার। হক্কানী পীর ধরে তাঁর সাহচর্যে থাকলেই আখেরাতে মূল্য হবে।

আজ মনে পড়ে আরেকজন মানুষের কথা যিনি হুজুরের ইন্তেকালের পর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ-এর হাল ধরেছিলেন। উস্তাজুল ওলামা অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল (রঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ছিল এটি। আমরা গুটিকয়েক ভক্তকে নিয়ে হুজুরের ইন্তেকাল থেকে অদ্যাবধি সংগঠনটিকে তিনি টিকিয়ে রেখেছিলেন। আমরা যদিও খুব বেশী লোক না হই– তবুও হুজুরের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদেরকে একত্রে রেখেছিলেন। ডঃ এ্যাডভোকেট আজিজুর রহমান চৌধুরী। হুজুরের জীবদ্দশায় যেসব অনুষ্ঠানাদি করা হত, তা আমরা রীতিমত চালিয়েছি ডঃ এ্যাডভোকেট আজিজুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে। তিনিও বাতেল ফের্কার বিরুদ্ধে, নবী বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিজের গাড়ি নিয়ে, নিজ খরচায় গিয়ে ওয়াজ করতেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অনেক গভীর। হুজুরের অনেক অজানা কথা তাঁর নিকট থেকে জেনেছি। আজ আমরা শোকাহত! তিনি প্রায়ই গাড়ী নিয়ে জনাব রব ভাইকে এবং আমাকে সঙ্গে করে হুজুরের মাজারে যেতেন এবং জিয়ারত শেষ করে চলে আসার সময় মনে হতো হুজুরকে ফেলে কি করে যাই! দুঃখের সাথে বলতে হয়, তিনিও আজ আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছেন। অলি-আল্লাহদের সাহচর্যে থাকলে ক্বলব তাজা থাকে। অলিদের নিজবতে আমরা সবসময় থাকার চেষ্টা করবো। হুজুরের আদর্শ যেন আমরা ধারণ করে জিন্দেগীটা কাটাতে পারি সেই কামনা করি। এবং হুজুরের ইন্তেকাল দিবসে তাঁর আদর্শকে সমুন্নত রাখার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করছি। হুজুরের রেখে যাওয়া সংগঠন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ-এর সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো ইনশাআল্লাহ!